বর্ষ ২৯। সংখ্যা ৩৩৬। আগস্ট ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

মেধায় হবে ৯৩ শতাংশ চাকরি : প্রজ্ঞাপন জারি

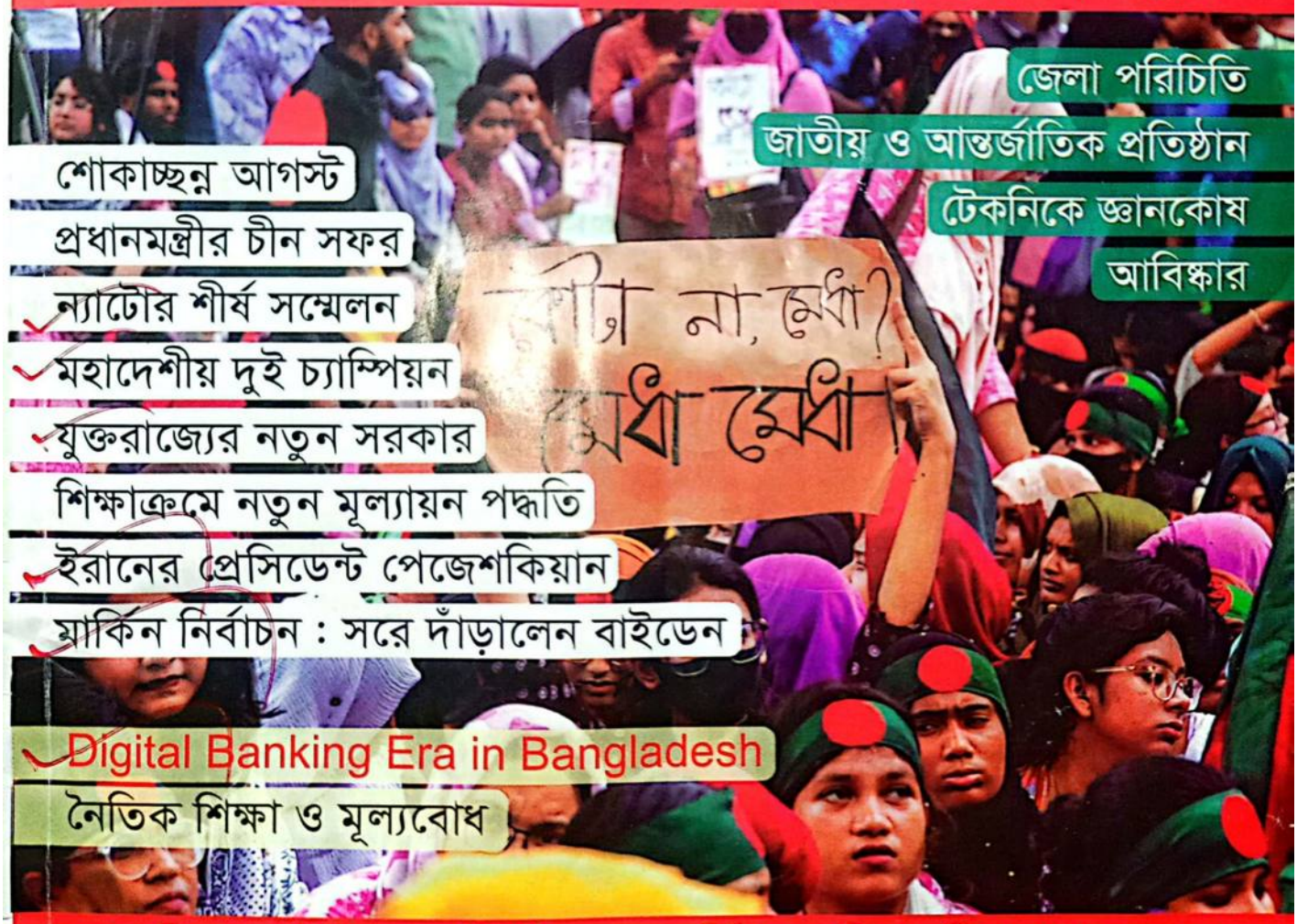

- শোকাচ্ছন্ন আগস্ট
- প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর
- ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন
- মহাদেশীয় দুই চ্যাম্পিয়ন
- যুক্তরাজ্যের নতুন সরকার
- শিক্ষাক্রমে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি
- ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান
- মার্কিন নির্বাচন : সরে দাঁড়ালেন বাইডেন
- Digital Banking Era in Bangladesh
- নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ

- জেলা পরিচিতি
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
- টেকনিকে জ্ঞানকোষ
- আবিষ্কার

ক্যারিয়ার | বিসিএস | বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি | চাকরি প্রস্তুতি | প্রশ্ন সমাধান

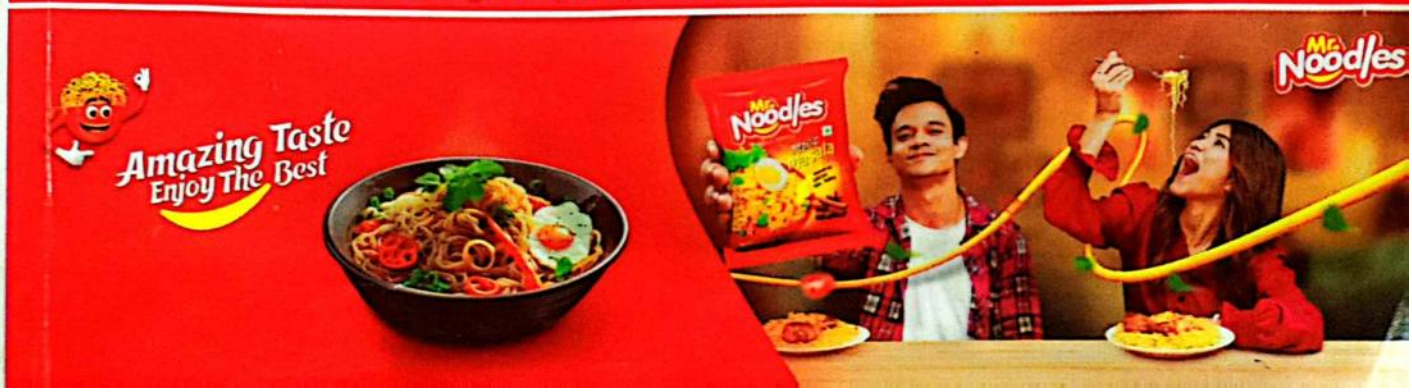

www.boimate.com
CamScanner

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে আসামের মানকাচর অভিবাসন কেন্দ্র কবে চালু হয়?
উত্তর: ২৫ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: ২০২৫ সাল থেকে দেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে কোন দুটি টিকা যুক্ত হবে?
উত্তর: জাপানিজ এনকেফাইলাইটিস ও কনজুগেট ভ্যাকসিন।
প্রশ্ন: ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (ICC) ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব আরবিট্রেশনের ২০২৪-২৭ মেয়াদের জন্য সদস্য নিযুক্ত হন কোন বাংলাদেশি?
উত্তর: আইনজীবী ব্যারিস্টার মঈন গনি।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ স্কিমের অধীনে তিন মিলিয়ন ইউরোর ঋণ সহায়তা চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ৮ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: দেশের প্রথম আইন বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় নির্মিত হবে?
উত্তর: মাদারীপুরের শিবচরে।
প্রশ্ন: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম কী হবে?
উত্তর: নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
প্রশ্ন: নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত নতুন নাম কী হবে?
উত্তর: বন্দর, নৌপথ ও সমুদ্র পরিবহন মন্ত্রণালয়।
প্রশ্ন: দেশের প্রথম ক্যাশলেস ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?
উত্তর: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন: জেনেভায় জাতিসংঘের দপ্তরগুলোয় বাংলাদেশের নতুন স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়?
উত্তর: তারেক মো. আরিফুল ইসলাম।
প্রশ্ন: পদ্মা ব্রিজ অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স কোম্পানি পিএলসি গঠনের প্রস্তাবে মন্ত্রিপরিষদ কবে অনুমোদন দেয়?
উত্তর: ১ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সচিব পদের নাম কী হবে?
উত্তর: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)।
প্রশ্ন: মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: বিশ্বে কতটি দেশে পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান রয়েছে?
উত্তর: ৭৮টি।
প্রশ্ন: ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নাম কী?
উত্তর: মাসুদ পেজেশকিয়ান।
প্রশ্ন: ফিলিস্তিনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যের ঘোষণা দেয় দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ?
উত্তর: ব্রাজিল।
প্রশ্ন: ৯ জুলাই ২০২৪ তুরস্কের উৎক্ষেপিত নতুন স্যাটেলাইট রকেটের নাম কী?
উত্তর: তার্কসাত ৬এ।
প্রশ্ন: মালি-নাইজার-বুরকিনা ফাসো কনফেডারেশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ৬ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোন স্থাপনা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর তালিকায় স্থান পায়?
উত্তর: আসামের চরাইদেও এলাকার মৈদাম নামের সমাধিক্ষেত্র।
প্রশ্ন: ২৫ জুলাই ২০২৪ এশিয়ার কোন দেশ গোল্ডেন ভিসা চালু করে?
উত্তর: ইন্দোনেশিয়া।
প্রশ্ন: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
প্রশ্ন: দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রধান নারী বিচারকের নাম কী?
উত্তর: মান্দিসা মায়া।
প্রশ্ন: কানাডার প্রথম নারী সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের নাম কী?
উত্তর: জেনারেল জেনি ক্যারিগনান।
প্রশ্ন: বিশ্বের ১৪৭টি দেশে সর্বমোট কতটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে?
উত্তর: ৫,৪০০ টি।
প্রশ্ন: সম্প্রতি প্রকাশিত ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কোনটি?
উত্তর: সিঙ্গাপুর সিটি।
প্রশ্ন: ২৪ জুলাই ২০২৪ টাইফুন গেইমি কোন দেশে আঘাত হানে?
উত্তর: ফিলিপাইন।
প্রশ্ন: ৯ জুলাই ২০২৪ চীন ও বেলারুশের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ সামরিক মহড়ার নাম কী?
উত্তর: ফ্যালকন অ্যাসাল্ট।
প্রশ্ন: ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর: প্রকৌশলী গুরদীপ সিং পাল; ১৯৯৬ সালে।
প্রশ্ন: ইলাত বন্দর কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর: ইসরায়েল।
প্রশ্ন: ৭ জুলাই ২০২৪ ফ্রান্সের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে সর্বোচ্চ আসন লাভ করে কোন জোট?
উত্তর: নিউ পপুলার ফ্রন্ট (১৮২টি)।
প্রশ্ন: ভেয়া দেল আমোরে' বা পাথ অব লাভ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ইতালি।
প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস কাদের নিরাপত্তা প্রদান করে?
উত্তর: বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টদের।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: নারী এশিয়া কাপ ২০২৪ এর ফাইনালে শ্রীলংকা-ভারত ম্যাচে কোন নারী অ্যাম্পায়ারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়?
উত্তর: সাথিরা জাকির জেসি (বাংলাদেশ)।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালের নারী টি-২০ এশিয়া কাপে প্রথম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
উত্তর: শ্রীলংকা।
প্রশ্ন: ৪৮তম কোপা আমেরিকা ২০২৪-এ চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
উত্তর: আর্জেন্টিনা (১৬ বার)।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালের উইম্বলডনের পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হয় কে?
উত্তর: কার্লোস আলকারাজ (স্পেন)।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালের উইম্বলডনের নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয় কে?
উত্তর: বারবোরা ক্রেইচিকোভা (চেক প্রজাতন্ত্র)।
প্রশ্ন: ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-এ চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
উত্তর: স্পেন (চতুর্থবার)।

ইউক্রেন পূর্ব ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ

www.boimate.com
CamScanner

সাম্প্রতিক MCQ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক কে?
(ক) সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
● হারুন-উর-রশিদ আসকারী
(গ) মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ
(ঘ) মাহমুদ শাহ কোরেশী

২. বর্তমানে বাংলাদেশের GI পণ্য কতটি?
(ক) ৩০টি ● ৩২টি (গ) ৩৪টি (ঘ) ৩৬টি

৩. দেশের ৩২তম GI পণ্য কোনটি?
(ক) কুমিল্লার খাদি (খ) সুন্দরবনের মধু
● নরসিংদীর লটকন (ঘ) গোপালগঞ্জের রোজের গহনা

৪. বর্তমানে দেশে অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
(ক) ১১৪টি ● ১১৫টি
(গ) ১১৭টি (ঘ) ১১৮টি

৫. ৭ জুলাই ২০২৪ সরকার ১১৫তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন দেয় কোনটিকে?
● জাস্টিস আবু জাফর সিদ্দিকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) রবীন্দ্র মৈত্রী ইউনিভার্সিটি
(গ) লালন বিজ্ঞান ও কলা বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি

৬. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের গড় মূল্যস্ফীতি কত?
(ক) ৮.৮৯% (খ) ৯.০৩%
● ৯.৭৩% (ঘ) ১০.০৩%

৭. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শীর্ষ রপ্তানি খাত কোনটি?
● তৈরি পোশাক (খ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য
(গ) হোমটেক্সটাইল (ঘ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য

৮. জাতীয় সংসদে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি বিল ২০২৪' পাস হয় কবে?
(ক) ১ জুলাই ২০২৪ (খ) ২ জুলাই ২০২৪
● ৩ জুলাই ২০২৪ (ঘ) ৪ জুলাই ২০২৪

৯. বর্তমানে বিশ্বের কতটি দেশে বাংলাদেশের মিশন রয়েছে?
(ক) ৫৮টি ● ৬০টি (গ) ৬২টি (ঘ) ৬৪টি

১০. বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের কতটি মিশন রয়েছে?
(ক) ৮০টি (খ) ৮২টি
● ৮৪টি (ঘ) ৮৬টি

১১. মাতারবাড়িতে ৫০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে কোন দেশ?
(ক) জাপান (খ) ভারত
(গ) চীন ● ইন্দোনেশিয়া

১২. দেশের প্রথম 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পান কে?
● মেরিনা খাতুন (খ) পচি বেগম
(গ) আলেয়া বেগম (ঘ) আমেনা খাতুন

১৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোন দেশ থেকে সর্বাধিক রেমিটেন্স আসে?
(ক) যুক্তরাজ্য (খ) যুক্তরাষ্ট্র
(গ) সৌদি আরব ● সংযুক্ত আরব আমিরাত

১৪. দেশের প্রথম রোবটিক সার্জারি চালু হবে কোথায়?
● রংপুর (খ) ঢাকা
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বরিশাল

১৫. সরকার কোন সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে?
(ক) ২০২৫ সাল ● ২০৩০ সাল
(গ) ২০৩৫ সাল (ঘ) ২০৪০ সাল

আন্তর্জাতিক

১৬. যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
(ক) ব্রিজেট ফিলিপসন (খ) কিয়ের হার্ডি
● কিয়ের স্টারমার (ঘ) জেরেমি করবিন

১৭. যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী কে?
● র‍্যাচেল রিভস (খ) শাবানা মাহমুদ
(গ) রুশনারা আলী (ঘ) নুস ঘানি

১৮. সার্কের বর্তমান চেয়ারপারসন কে?
(ক) রনিল বিক্রমাসিংহে (শ্রীলংকা)
(খ) শাহবাজ শরিফ (পাকিস্তান)
(গ) মোহাম্মদ মুইজ্জু (মালদ্বীপ)
● কে পি শর্মা অলি (নেপাল)

১৯. বালি ও ধূলি ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতিসংঘে দশক (United Nations Decade on Combatin Sand and Dust Storms) কোনটি?
● ২০২৫-২০৩৪ (খ) ২০২৬-২০৩৫
(গ) ২০২৭-২০৩৬ (ঘ) ২০২৮-২০৩৭

২০. বিশ্বের কোন দেশ প্রথমবারের মতো 'সুইসা ক্যাপসুল' বা 'সারকো ক্যাপসুল' চালু করে
(ক) যুক্তরাষ্ট্র ● সুইজারল্যান্ড
(গ) চীন (ঘ) রাশিয়া

২১. ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসে নির্বাচিত হলে যেসব নীতি গ্রহণ করা হ তারই সংকলিত বিশদ রূপের শিরোনাম ব
(ক) Trump Achievement (খ) America First Age
● Project 2025 (ঘ) Vision 2025

২২. ভারতে নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হয় ক
● ১ জুলাই ২০২৪ (খ) ২ জুলাই ২০২
(গ) ৩ জুলাই ২০২৪ (ঘ) ৪ জুলাই ২০২

উত্তর

১.	খ
২.	খ
৩.	গ
৪.	খ
৫.	ক
৬.	গ
৭.	ক
৮.	গ
৯.	খ
১০.	গ
১১.	ঘ
১২.	ক
১৩.	ঘ
১৪.	ক
১৫.	খ
১৬.	গ
১৭.	ক
১৮.	ঘ
১৯.	ক
২০.	খ
২১.	গ
২২.	ক

ইউক্রেন স্বাধীনতা লাভ করে ২৪ আগস্ট ১৯৯১

www.boimate.com
CamScanner

সদস্য

২৩. কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (CSC) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ৫টি খ ৭টি গ ৯টি ঘ ১০টি

২৪. ১০ জুলাই ২০২৪ কোন দেশ CSC'র পঞ্চম সদস্যপদ লাভ করে?
ক শ্রীলংকা খ বাংলাদেশ গ পাকিস্তান ঘ নেপাল

২৫. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) বর্তমান সদস্যদেশ কতটি?
ক ৭টি খ ৮টি গ ৯টি ঘ ১০টি

২৬. ৪ জুলাই ২০২৪ কোন দেশ SCO'র দশম সদস্যপদ লাভ করে?
ক বেলারুশ খ মঙ্গোলিয়া
গ আফগানিস্তান ঘ আর্মেনিয়া

২৭. ২৫ আগস্ট ২০২৪ ICSID ত্যাগ করবে কোন দেশ?
ক ইরান খ ভেনেজুয়েলা গ কিউবা ঘ হন্ডুরাস

২৮. নিম্নের কোন দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সদস্য পদের মর্যাদা পায়?
ক ইউক্রেন ও মলদোভা খ জর্জিয়া ও তুরস্ক
গ আলবেনিয়া ও মন্টিনিগ্রো ঘ ওপরের সবগুলো

রিপোর্ট-সমীক্ষা

২৯. প্রবাসী আয় গ্রহণে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক ভারত খ মেক্সিকো গ চীন ঘ ফিলিপাইন

৩০. প্রবাসী আয় গ্রহণে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক দ্বিতীয় খ পঞ্চম গ সপ্তম ঘ অষ্টম

বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা ২০২৪

৩১. জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ ভারত গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ ইন্দোনেশিয়া

৩২. জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক ষষ্ঠ খ সপ্তম গ অষ্টম ঘ নবম

৩৩. জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম জনসংখ্যা কোন দেশের?
ক নাউরু খ টুভ্যালু
গ পালাউ ঘ সান ম্যারিনো

৩৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক কোন দেশে?
ক ওমান খ শাদ গ সিরিয়া ঘ আরব আমিরাত

৩৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম কোন দেশে?
ক মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ খ গ্রিস
গ টুভ্যালু ঘ মলদোভা

৩৬. জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক মোনাকো খ সিঙ্গাপুর
গ মালদ্বীপ ঘ বাংলাদেশ

৩৭. জনসংখ্যার ঘনত্বে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ক অস্ট্রেলিয়া খ মঙ্গোলিয়া
গ কানাডা ঘ সুরিনাম

৩৮. গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক সুইজারল্যান্ড খ দক্ষিণ কোরিয়া
গ জাপান ঘ মোনাকো

সম্মেলন

৩৯. ন্যাটোর সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৯-১১ জুলাই ২০২৪
খ ১৪-১৬ জুলাই ২০২৪
গ ১৭-১৯ জুলাই ২০২৪
ঘ ২০-২২ জুলাই ২০২৪

৪০. ন্যাটোর সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক মাদ্রিদ, স্পেন খ ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৪১. ন্যাটোর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ২৪-২৬ মে ২০২৫
খ ২৪-২৬ জুন ২০২৫
গ ২৪-২৬ জুলাই ২০২৪
ঘ ২৪-২৬ আগস্ট ২০২৪

৪২. ন্যাটোর পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক মাদ্রিদ, স্পেন খ হেগ, নেদারল্যান্ডস
গ লিসবন, পর্তুগাল ঘ ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র

৪৩. ২৭তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ২১-২৫ আগস্ট ২০২৪
খ ২১-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ ২১-২৫ অক্টোবর ২০২৪
ঘ ২১-২৫ নভেম্বর ২০২৪

৪৪. ২৭তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক আপিয়া, সামোয়া খ পার্থ, অস্ট্রেলিয়া
গ লন্ডন, যুক্তরাজ্য ঘ আবুজা, নাইজেরিয়া

৪৫. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) ২৪তম শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৩-৪ জুলাই ২০২৪ খ ৬-৭ জুলাই ২০২৪
গ ১০-১১ জুলাই ২০২৪ ঘ ১৯-২০ জুলাই ২০২৪

৪৬. সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) ২৪তম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক মস্কো, রাশিয়া খ বেইজিং, চীন
গ আস্তানা, কাজাখস্তান ঘ তেহরান, ইরান

৩৩তম প্যারিস অলিম্পিক

৪৭. সময়কাল কত?
ক ৪-৩০ জুলাই ২০২৪
খ ২৬ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪
গ ৩০ জুলাই-১৮ আগস্ট ২০২৪
ঘ ১ আগস্ট-২৮ আগস্ট ২০২৪

৪৮. মাসকট কী?
ক Phryge খ Tina
গ Miraitowa ঘ Vinicius

৪৯. প্রথম স্বর্ণ লাভ করে কোন দেশ?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ জার্মানি
গ চীন ঘ দক্ষিণ কোরিয়া

৫০. প্রথম পদক লাভ করে কোন দেশ?
ক ইন্দোনেশিয়া খ উজবেকিস্তান
গ ইরান ঘ কাজাখস্তান

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৩.	ক
২৪.	খ
২৫.	ঘ
২৬.	ক
২৭.	ঘ
২৮.	ঘ
২৯.	ক
৩০.	গ
৩১.	খ
৩২.	গ
৩৩.	খ
৩৪.	ক
৩৫.	ক
৩৬.	ক
৩৭.	খ
৩৮.	ঘ
৩৯.	ক
৪০.	ঘ
৪১.	খ
৪২.	খ
৪৩.	গ
৪৪.	ক
৪৫.	ক
৪৬.	গ
৪৭.	খ
৪৮.	ক
৪৯.	গ
৫০.	ঘ

ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২

www.boimate.com
CamScanner

সংবাদ সমাচার

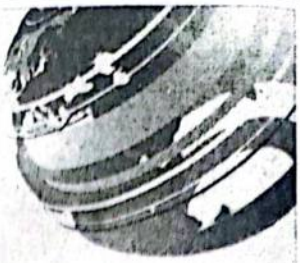

জুলাই

বাংলাদেশ ♦ ০১.০৭.২০২৪ | সোমবার
—২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট কার্যকর।
—নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন কাঠামোর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (NCCC)।
—জাতীয় সংসদে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০২৪' পাস।

আন্তর্জাতিক
—ভারতে নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর।

বাংলাদেশ ♦ ০২.০৭.২০২৪ | মঙ্গলবার
—প্রথমবারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

আন্তর্জাতিক
—হারিকেন 'বেরিল' ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আঘাত হানে।

বাংলাদেশ ♦ ০৩.০৭.২০২৪ | বুধবার
—নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শুরু হয়।
—'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি বিল, ২০২৪' জাতীয় সংসদে পাস হয়।
—দ্বাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্তি।

আন্তর্জাতিক
—কাজাখস্তানের আস্তানায় দুই দিনের সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ০৪.০৭.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
—আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ কোটা নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিষয়ে শুনানি না করে 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন।

আন্তর্জাতিক
—যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ ♦ ০৫.০৭.২০২৪ | শুক্রবার
—পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক
—ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচিত হন সংস্কারপন্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান।

বাংলাদেশ ♦ ০৬.০৭.২০২৪ | শনিবার
—জাতির পিতার ছেলেবেলার গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন' ও 'এসো বঙ্গবন্ধুকে জানি' শীর্ষক অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক
—বিতর্কিত পদক্ষেপ 'রুয়ান্ডা পরিকল্পনা' বাতিল ঘোষণা করেন যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার।

বাংলাদেশ ♦ ০৭.০৭.২০২৪ | রবিবার
—সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির ডাক দেয় শিক্ষার্থীরা।

আন্তর্জাতিক
—ফ্রান্সে আইনসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ।

বাংলাদেশ ♦ ০৮.০৭.২০২৪ | সোমবার
—চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক
—দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রাশিয়া যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বাংলাদেশ ♦ ০৯.০৭.২০২৪ | মঙ্গলবার
—সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা সংরক্ষণে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ও জার্মানি।
—পেনশনের টাকা কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাবে, তা উল্লেখ করে সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ গেজেট আকারে প্রকাশ।

বাংলাদেশ ♦ ১০.০৭.২০২৪ | বুধবার
—আপিল বিভাগ সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর এক মাসের স্থিতাবস্থা জারি করেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১২.০৭.২০২৪ | শুক্রবার
—নেপালের আস্থা ভোটে হেরে যান প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল।
—পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই পার্লামেন্টে সংরক্ষিত ২৩টি আসন পাওয়ার যোগ্য বলে ঘোষণা দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৩.০৭.২০২৪ | শনিবার
—পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে গুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আহত।

বাংলাদেশ ♦ ১৪.০৭.২০২৪ | রবিবার
—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল কোটা পদ্ধতি বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করে হাইকোর্ট।

আন্তর্জাতিক
—নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেল নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কে পি শর্মা ওলিকে নিয়োগ দেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ১৫.০৭.২০২৪ | সোমবার
—যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলন শুরু।
—৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয় রিপাবলিকান পার্টি।
—রুয়ান্ডায় প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

ইউক্রেন শব্দটি স্লাভিক ভাষা ক্র্যাজ থেকে উৎপত্তি; যার অর্থ সীমান্ত জেলা

www.boimate.com
CamScanner

বাংলাদেশ ♦ ১৬.০৭.২০২৪ | মঙ্গলবার
— আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশের বিভিন্ন শহরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB) মোতায়েন।
— দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ♦ ১৭.০৭.২০২৪ | বুধবার
— সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
— পবিত্র আশুরা পালিত।

বাংলাদেশ ♦ ১৮.০৭.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদের জন্য নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
— কোটা সংস্কার আন্দোলনে সারা দেশে সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনার পাশাপাশি বিক্ষোভ-সংঘাতে ছয়জনের নিহত হওয়ার বিষয়টি তদন্তে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— কানাডার সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম নারী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল জেনি ক্যারিগনান।

বাংলাদেশ ♦ ১৯.০৭.২০২৪ | শুক্রবার
— রাত ১২টা থেকে দেশে কারফিউ জারি করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ২১.০৭.২০২৪ | রবিবার
— কোটা সংস্কার আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটা রাখার পক্ষে রায় দেন।

আন্তর্জাতিক ♦ ২২.০৭.২০২৪ | সোমবার
— মিয়ানমারের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন দেশটির সামরিক সরকারের (জান্তা) প্রধান মিন অং হ্লাইং।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩.০৭.২০২৪ | মঙ্গলবার
— যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন কমলা হ্যারিস।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৪.০৭.২০২৪ | বুধবার
— নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌর্য এয়ারলাইন্সের ছোট একটি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৫.০৭.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৫৭তম সম্মেলন শুরু।
— মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক পাচার চক্র সিনালোয়া কার্টেলের নেতা ইজমায়েল 'এল মায়ো' জামবাদাকে গ্রেপ্তার করেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা।
— দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রধান নারী বিচারক হিসেবে মান্দিসা মায়াকে নিযুক্ত করেন দেশটির রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৬.০৭.২০২৪ | শুক্রবার
— ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) রাশিয়ার জব্দ করা সম্পদ থেকে ১৫০ কোটি ইউরো ইউক্রেনকে প্রদান করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৭.০৭.২০২৪ | শনিবার
— লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়ানে East Asia Summit (EAS)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১৪তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
— প্যারিস অলিম্পিকে শুটিংয়ে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দলগত প্রথম সোনা জিতে চীন।
— বিশ্বের অন্যতম আইকনিক ও রোমান্টিক পথ হিসেবে পরিচিত ইতালির 'ভিয়া দেল আমোরে' বা পাথ অব লাভ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর খুলে দেয় ইতালির কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৮.০৭.২০২৪ | রবিবার
— তৃতীয়বারের মতো ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নিকোলাস মাদুরো।
— ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাসুদ পেজেশকিয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি।
— রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মধ্যপাল্লার পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের হুমকি দেন।
— নারী টি-২০ এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীলংকা।

বাংলাদেশ ♦ ২৯.০৭.২০২৪ | সোমবার
— অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই থাইল্যান্ড যাওয়ার একটি চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।
— মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪' অনুমোদন।
— বাংলাদেশ এপোস্টিল কনভেনশনে যুক্ত হতে 'ইন্সট্রুমেন্ট অব একসেশন' আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। যা কার্যকর হবে ৩০ মার্চ ২০২৫।

বাংলাদেশ ♦ ৩০.০৭.২০২৪ | মঙ্গলবার
— কোটা আন্দোলনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ অন্যান্য নিহতদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত।

আন্তর্জাতিক
— আন্তর্জাতিক ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল রেটিংস বাংলাদেশের ঋণমান বিবি মাইনাস থেকে হ্রাস করে বি প্লাস করে।

শীর্ষ সংবাদ

৫ জুলাই : যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিয়ের স্টারমার।
৯ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন শুরু।
১০ জুলাই : বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ২১টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।
২১ জুলাই : ৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জো বাইডেন।
২৩ জুলাই : সরকারি চাকরি নিয়োগে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি।
২৬ জুলাই : ফ্রান্সের প্যারিসে ৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধন।
৩০ জুলাই : ইরানের ৯ম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মাসুদ পেজেশকিয়ান।
৩১ জুলাই : ফিলিস্তিনের হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ইরানে নিহত হন।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় নাম Ukraine

www.boimate.com
CamScanner

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ বিশ্ব

নব-নিযুক্ত

বাংলাদেশ

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) : ডা. মো. সারোয়ার বারী; নিয়োগ ৪ জুলাই ২০২৪।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ : মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম; নিয়োগ ১৮ জুলাই ২০২৪।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) : গৌতম চন্দ্র পাল; দায়িত্ব গ্রহণ ৩০ জুন ২০২৪।
- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RDA) : এস এম তুহিনুর আলম; দায়িত্ব গ্রহণ ২৫ জুলাই ২০২৪।

মহাপরিচালক

- পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ : মো. মাহমুদুল হাসান; দায়িত্ব গ্রহণ ১৮ জুলাই ২০২৪।
- বস্ত্র অধিদপ্তর : মো. শহীদুল ইসলাম; দায়িত্ব গ্রহণ ২৫ জুলাই ২০২৪।

বিবিধ

- প্রফেসর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন : অধ্যাপক লুৎফুল হাসান ও অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ; ৩০ জুন ২০২৪ তাদের ২ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।
- সিনিয়র সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ : শাহনাজ আরেফিন; নিয়োগ ৭ জুলাই ২০২৪।

আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী

- নেপাল : খাগড়া প্রসাদ (কেপি) শর্মা অলি; দায়িত্ব গ্রহণ ১৫ জুলাই ২০২৪।
- এস্তোনিয়া : ক্রিস্টেন মিকাল; দায়িত্ব গ্রহণ ২৩ জুলাই ২০২৪।

নারী প্রধান বিচারপতি

- পাকিস্তানের লাহোর হাইকোর্ট : বিচারপতি আলিয়া নিলম; ১১ জুলাই ২০২৪ শপথ গ্রহণ করেন।
- দক্ষিণ আফ্রিকা : বিচারপতি মান্দিসা মায়া; নিয়োগ ২৫ জুলাই ২০২৪।

বিবিধ

- চেয়ারপারসন, সার্ক : খাগড়া প্রসাদ (কেপি) শর্মা অলি (নেপাল); স্থলাভিষিক্ত হন ১৫ জুলাই ২০২৪।
- প্রেসিডেন্ট, মিয়ানমার : মিন অং হ্লাইং (ভারপ্রাপ্ত); দায়িত্ব গ্রহণ ২২ জুলাই ২০২৪।
- পররাষ্ট্রসচিব, ভারত : বিক্রম মিশ্রি; ১৫ জুলাই ২০২৪ পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- কানাডার সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম নারী প্রধান : জেনারেল জেনি ক্যারিগনান; নিয়োগ ১৮ জুলাই ২০২৪।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক

২৪ জুলাই ২০২৪ বাংলা একাডেমির নতুন মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মো. হারুন-উর-রশিদ আসকারী। ১৮ জুলাই ২০২৪ তার নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি হয়। ১ জুন ১৯৬৫ তিনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার আসকারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২১ আগস্ট ২০১৬-২০ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

দিবস প্রতিপাদ্য : জুলাই

জাতীয়

১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। প্রতিপাদ্য— তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা উন্নয়নে উচ্চশিক্ষা।

২৩: জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস।

আন্তর্জাতিক

২ : বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস।

৩ : আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস।

৬ (জুলাই মাসের প্রথম শনিবার) : আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস। প্রতিপাদ্য— সমবায় সবার জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে।

৭ : কিসোয়াহিলি ভাষা দিবস।

১১ : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। প্রতিপাদ্য— অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্ত ব্যবহার করি, সাম্যের ভিত্তিতে সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি।

১৪ : ঐতিহাসিক বাস্তিল দিবস।

১৫ : বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস। প্রতিপাদ্য— শান্তি ও উন্নয়নে যুব দক্ষতা।

১৬: বিশ্ব সাপ দিবস।

১৭: আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস।

১৮: নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস।

২০: বিশ্ব দাবা দিবস।

: আন্তর্জাতিক চাঁদ দিবস।

২৫: বিশ্ব পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস। প্রতিপাদ্য— পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে একটা কাজ করা, একটা কাজের উন্নয়ন করা, একটা কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

২৬: আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস।

২৮: বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। প্রতিপাদ্য— এখনই সময় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার।

২৯: বিশ্ব বাঘ দিবস।

৩০: বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস।

: আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস।

ইউক্রেন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫

লোকান্তর

- ইসমাইল কাদারে (২৮ জানুয়ারি ১৯৩৬-১ জুলাই ২০২৪) : প্রখ্যাত আলবেনীয় ঔপন্যাসিক। একনায়কদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় নব্বই দশকের শুরুতে আলবেনিয়া ছেড়ে ফ্রান্সে পাড়ি জমান কাদারে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— দ্য জেনারেল অব দ্য ডেড আর্মি, দ্য পিরামিড, দ্য প্যালেস অব ড্রিমস, ব্রোকেন এপ্রিল, দ্য মনস্টার, ক্রনিকল ইন স্টোন।
- ড. মাহবুবুল হক (৩ নভেম্বর ১৯৪৮-২৪ জুলাই ২০২৪) :

ভাষাবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার মধুখালিতে। তবে শৈশব থেকে বেড়ে ওঠেন চট্টগ্রামে। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রায়োগিক বাংলা ও ফোকলোর চর্চা, গবেষণা, সম্পাদনা, অনুবাদ ও পাঠ্যবই রচনা করে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন। পুরস্কার ও সম্মাননা— ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক (২০১৯) I বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৭)।

- আসাদ বিন হাফিজ (১ জানুয়ারি ১৯৫৮-১ জুলাই ২০২৪) : কবি, ছড়াকার ও প্রকাশক। তিনি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার বড়গাওগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য, গবেষণা, সম্পাদনা ইত্যাদিতে তিনি অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি প্রায় ৮১টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর' এবং 'অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার'।
- জিয়াউর রহমান (১ মে ১৯৭৪-৫ জুলাই ২০২৪) : বাংলাদেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। ১৯৮৭ সালে উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হন নিয়াজ মোর্শেদ। তার পথ ধরে ২০০২ সালে জিয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার হন।
- শাফিন আহমেদ (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১-২৪ জুলাই ২০২৪) : জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা। মা কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী ফিরোজা বেগম এবং বাবা সুরকার কমল দাশগুপ্ত। তিনি মাইলস ব্যান্ডের একজন সদস্য।
- মাকিদ হায়দার (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-১০ জুলাই ২০২৪) : কবি ও লেখক। তিনি পাবনা জেলার দোহারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে মাকিদ হায়দার কবিতায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান।
- আতিকুর রহমান (৫ মে ১৯৬৫-১৭ জুলাই ২০২৪) : কৃতি ক্রীড়াবিদ। ১৯৯০ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে আবদুস সাত্তার নিনির সঙ্গে জুটি বেঁধে স্বর্ণ জিতেন। ঘটিয়ে সেটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক পদক।

ইসমাইল হানিয়া

(২৯ জানুয়ারি ১৯৬২ মতান্তরে ১৯৬৩-৩১ জুলাই ২০২৪)

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তার পুরো নাম ইসমাইল আবদুস সালাম আহমেদ হানিয়া। তিনি গত শতকের আশির দশকে হামাসের উত্থানকালে রাজনৈতিক ও সামরিক আন্দোলনের অগ্রগামী সৈনিক ছিলেন। ১৯৮৯ সালে ইসরায়েল তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়। এরপর ১৯৯২ সালে আরও কয়েকজন হামাস নেতার সঙ্গে হানিয়াকে ইসরায়েল ও লেবানন সীমান্তের শূন্যরেখায় ছেড়ে দেয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। এক বছর নির্বাসনে থাকার পর ইসমাইল হানিয়া গাজায় ফিরে আসেন। ২০১৭ সালে ইসমাইল হানিয়া হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন। ২৯ মার্চ ২০০৬-২ জুন ২০১৪ মেয়াদে তিনি ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার

বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৪ জন ব্যক্তি ২০২২ সালের ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা ও বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করায় ১২তম আসরে ভাষাসৈনিক, লেখক ও গবেষক আহমদ রফিককে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া কবিতা ও কথাসাহিত্য শ্রেণিতে 'অনিদ্রার কারুকাজ' গ্রন্থের জন্য কবি ময়ুখ চৌধুরী; প্রবন্ধ, আত্মজীবনী, ভ্রমণ ও অনুবাদ শ্রেণিতে 'কবিতার নান্দনিকতা' গ্রন্থের জন্য প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ বেগম আকতার কামাল এবং 'অরিগামির গোলকধাঁধায়' গ্রন্থের জন্য তরুণ সাহিত্যিক শ্রেণিতে পুরস্কার লাভ করেন লেখক মাহরীন ফেরদৌস। ৫ জুলাই ২০২৪ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সম্মেলন

■ **SCO শীর্ষ সম্মেলন**

SCO-Shanghai Cooperation Organisation

আয়োজন : ২৪তম

সময়কাল : ৩-৪ জুলাই ২০২৪

স্থান : আস্তানা, কাজাখস্তান

■ **ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি বৈঠক**

আয়োজন : ৪৬তম

সময়কাল : ২১-৩১ জুলাই ২০২৪

স্থান : নয়াদিল্লি, ভারত

ইউক্রেনের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী কিয়েভ

www.boimate.com
CamScanner

কারফিউ

কী কেন কখন

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ১৯ জুলাই ২০২৪ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে সরকার। কারফিউ জারি করার সাথে সাথেই দেশব্যাপী সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দেয় সরকার। এর আগে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ কারফিউ জারি করার ঘটনা ঘটে।

কারফিউ কী

কারফিউ (Curfew) বলতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায়। কারফিউ এর অপর নাম সান্ধ্য আইন। সান্ধ্য অর্থ সন্ধ্যা। এ আইনের আক্ষরিক অর্থ সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পরে চলাচলের নিয়মকানুন। কারফিউ শব্দের উৎপত্তি চতুর্দশ শতকে। ফরাসি শব্দ Cuevrefu থেকে কারফিউ শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ অগ্নি নির্বাপন। মধ্যযুগে Cuevrefu থেকে যখন কারফিউ শব্দটি ইংরেজি ভাষায় আসে, তখন সেটা Curfeu নামে পরিচিত ছিল। পরে আধুনিক ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডারে এটি Curfew নামে পরিচিতি লাভ করে। ফ্রান্সে সে সময়কার বেশিরভাগ বাড়িই তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে আর ঘর গরম রাখতে মেঝের মাঝখানে আগুনের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু এর ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকতো। তাই সন্ধ্যার দিকে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য একটি ঘণ্টা বাজানো হতো যাতে করে তারা রাতের বেলা আগুন নিভিয়ে রাখে। সেই ঘণ্টাকে বলা হতো কারফিউ। কারফিউ বা সান্ধ্য আইন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে। সাধারণত তিন ধরনের কারফিউ আইন রয়েছে যার একটি 'জরুরি কারফিউ আইন'। সাধারণত নির্দিষ্ট সংকটের প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয়, রাজ্য বা ফেডারেল সরকারের অস্থায়ী আদেশে জরুরি কারফিউ আইন জারি করা হয়। যেমন—

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (হারিকেন, দাবানল, বিস্ফোরণ ইত্যাদি)
- জনস্বাস্থ্য সংকট (রোগ, মহামারি ইত্যাদি)
- নাগরিক সংকট (বিক্ষোভ, দাঙ্গা, সন্ত্রাসী হুমকি ইত্যাদি)

আইনের ব্যাখ্যা

আধুনিককালে এ আইনে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে চারজনের বেশি মানুষকে একত্রে জমায়েত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য কারফিউ জারি করা হয়। কোনো জায়গায় দাঙ্গা বা জনরোষ যখন ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়, আর পুলিশ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হয় তখন এ আইন জারি করা হয়। এছাড়া সমস্যার মাত্রার ওপর কারফিউয়ের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়। কখনও অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। কোনো কোনো জায়গায় রাতে কারফিউ দেওয়া হয়, কোথাও আবার দিনে কয়েক ঘণ্টার জন্য জারি করা হয়। কখনও কখনও অল্প সময়ের ব্যবধানে কারফিউ প্রত্যাহার কিংবা শিথিল করা হয়, যাতে মানুষ নিজের হাট-বাজারে কেনাবেচা ও লেনদেন করে পারিবারিক জীবন সচল রাখতে পারে।

বাংলাদেশে কারফিউ

১৯৭৪ সালে প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৪ ধারার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে 'কারফিউ' বা 'সান্ধ্য আইন' প্রণয়ন করা হয়। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আদেশ জারির মাধ্যমে নির্দেশ করতে পারেন। কোনো বিশেষ লিখিত অনুমতি ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। এ আইন লঙ্ঘন করলে ১ বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানার বিধান রয়েছে।

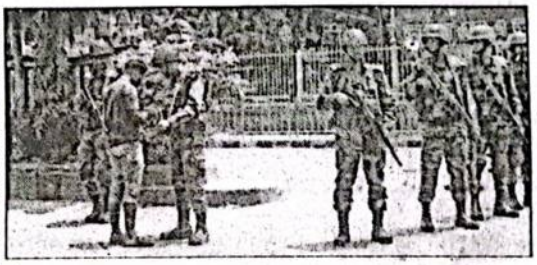

কারফিউ আর ১৪৪ ধারার মধ্যে পার্থক্য

কারফিউ এবং ১৪৪ ধারা এ দু'টো আইনের প্রয়োগই হয় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে। তবে এর প্রয়োগ হয় ভিন্ন দু'টি আইনে। কারফিউ জারি করা হয় ১৯৭৪ সালে প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইনে আর ১৪৪ ধারা জারি করা হয় বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮-এর মাধ্যমে। ফৌজদারী কার্যবিধির ক্ষমতাবলে কোনো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিসি এবং সরকারকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোন এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সভা-সমাবেশ করা, আগ্নেয়াস্ত্র বহনসহ যেকোন কাজ নিষিদ্ধ করতে ১৪৪ ধারা জারি করতে পারেন। তারপরও কেউ চেষ্টা করলে পুলিশকে ওই জমায়েত ভঙ্গ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আর কারফিউ আরও কঠিন। কারফিউ জারি হলে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সার্বিকভাবেই চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। এসময় বিনা প্রয়োজনে নাগরিকরা ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। বন্ধ থাকে অফিস-আদালত ও কলকারখানাসহ সকল কিছু।

কিয়েভকে ইউক্রেনের রাজধানী করা হয় ১৯৩৪ সালে

www.boimate.com

CamScanner

রিপোর্ট-সমীক্ষা

প্রবাসী আয়

প্রকাশ : জুন ২০২৪ | প্রকাশক : KNOMAD | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Migration and Development Brief 40। প্রতিবেদন অনুযায়ী— প্রবাসী আয় গ্রহণে শীর্ষ দেশ : ভারত; ১১৯,৫২৬ মিলিয়ন মা.ড. ♦ বাংলাদেশের অবস্থান : ৭ম; ২২,১৬৮ মিলিয়ন মা.ড. ♦ জিডিপিতে অবদানে শীর্ষ দেশ : টোঙ্গা (৪০.৬%)।

পর্যটকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপদ শহর

প্রকাশ : জুলাই ২০২৪ | প্রকাশক : Forbes | অন্তর্ভুক্ত শহর : ৬০টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- নিরাপদ শহর : সিঙ্গাপুর সিটি
- ঝুঁকিপূর্ণ শহর : কারাকাস (ভেনেজুয়েলা)
- ঝুঁকিপূর্ণ শহরে ঢাকার অবস্থান : ষষ্ঠ।

হেনলি পাসপোর্ট সূচক

প্রকাশ : জুলাই ২০২৪ | প্রকাশক : যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Henley & Partners | অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল : ১৯৯টি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরের। সে দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন অন্তত ১৯৫টি দেশে।
- বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারে।
- সর্বনিম্ন দেশ অর্থাৎ ১০৩ তম দেশ আফগানিস্তান, ভিসা ছাড়া ভ্রমণ ২৬টি দেশে।

– Henley & Partners বছরে চারবার এ সূচক প্রকাশ করে।

AI প্রস্তুতি সূচক

প্রকাশ : ২৫ জুন ২০২৪ | প্রকাশক : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) | সূচকের শিরোনাম : আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রস্তুতি সূচকে (AIPI) | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৭৪টি। সূচক অনুযায়ী—

- সর্বোচ্চ দেশ : সিঙ্গাপুর ♦ সর্বনিম্ন দেশ : দক্ষিণ সুদান।
- বাংলাদেশের অবস্থান : ১১৩তম।

ICT খাতের অগ্রগতি সূচক

প্রকাশ : জুন ২০২৪ | প্রকাশক : জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) | সূচকের শিরোনাম : আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (IDI) ২০২৪ | অন্তর্ভুক্ত দেশ : ১৭১টি | সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ স্কোর ৬২ | ২০২৩ সালে ছিল ৬১.১ | ২০২২ সালে সংগ্রহ করা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সূচকটি করা।

থ্যালাসেমিয়া জরিপ

প্রকাশ : ৭ জুলাই ২০২৪ | প্রকাশক : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) | প্রতিবেদনের শিরোনাম : ন্যাশনাল থ্যালাসেমিয়া জরিপ-২০২৪।

প্রতিবেদন অনুযায়ী—

- দেশে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক মোট জনসংখ্যার ১১.৪% ➢ নারী ১১.২% • পুরুষ ১১.৯% | গ্রামাঞ্চলে ১১.৬% • শহরে ১১%।
- দেশে মোট হেপাটাইটিস-বি-পজিটিভের বাহক ১.২% ➢ পুরুষ ১.৩% • নারী ১.১% | গ্রামাঞ্চলে ১% • শহরে ১.৪%।

বিভাগভিত্তিক হার

বিভাগ	বাহক (%)	বিভাগ	বাহক (%)
রংপুর	২৭.৭	খুলনা	৮.৬
রাজশাহী	১১.৩	ঢাকা	৮.৬
চট্টগ্রাম	১১.২	বরিশাল	৭.৩
ময়মনসিংহ	৯.৮	সিলেট	৪.৮

GDP'র ত্রৈমাসিক হিসাব

৯ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) ত্রৈমাসিক স্থূল দেশজ উৎপাদন (QGDP)-এর হিসাব প্রকাশ করে।

■ GDP ও প্রবৃদ্ধির হার

নির্দেশক	Q1	Q2	Q3
চলতি মূল্যে GDP (মি. টাকা)	১১,৮৭৪,৬৯৯	১৩,০৯৮,৯৪৯	১৩,৪৭৭,৫৪২
স্থির মূল্যে GDP (মি. টাকা)	৭,৯০৮,৮৮২	৮,৪৫৮,০০৬	৮,৬৩১,৫৩৩
স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার	৬.০১	৩.৭৮	৬.১২

■ স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার

নির্দেশক	Q1	Q2	Q3
কৃষি	১.০৪	৪.৬৫	৫.৪৬
শিল্প	৯.৬৩	৩.২৪	৭.০৩
সেবা	৩.৭৩	৩.০৬	৪.৯৭

■ স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির অবদান

নির্দেশক	Q1	Q2	Q3
কৃষি	১০.৪৩	১২.৩০	৯.৩৫
শিল্প	৩৭.৯৫	৩৮.৫১	৪০.৪২
সেবা	৫১.৬২	৪৯.১৯	৫০.২৩

ইউক্রেনের কিয়েভ দিনিপার নদীর তীরে অবস্থিত

www.boimate.com
CamScanner

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০২৩

২০২৪ সালের জুনে প্রকাশ করা হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি। শুমারি অনুযায়ী—

- প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ১,১৪,৬৩০টি
  - সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (GPS) : ৬৫,৫৬৭
  - বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৬,১৩৬
  - এবতেদায়ি মাদ্রাসা : ৪,৪২৫
  - কিন্ডারগার্টেন (KG) : ২৬,৪৬১
  - এনজিও স্কুল : ৩,৩০৭
  - প্রাইমারি সেকশন অব হাইস্কুল : ১,৮৯২
  - শিশুকল্যাণ (SK) : ২০৩
  - এনজিও লার্নিং সেন্টারস : ২,২৩৭
  - এবতেদায়ি সংযুক্ত উচ্চ মাদ্রাসা : ২,৯০৯
  - অন্যান্য স্কুল : ১,৪৯৫

- বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া মোট শিক্ষার্থী ১,৯৭,১৩,৬৮৫ বেশি ➢ বালক : ৯৬,০৯,১৯৮ জন • বালিকা : ১,০১,০৪,৪৮৭ জন।
- মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ১,০৯,৮৫,৮১৫ জন ➢ বালক : ৫১,৯০,৭০২ জন • বালিকা ৫৭,৯৫,১১৩ জন।
- বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষক ৩,৮৪,৫১৩ জন ➢ পুরুষ : ১,৩২,৭৩১ জন • নারী : ২,৫১,৭৮২ জন।
- দেশে গড়ে ২৯.১ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ➢ সর্বাধিক : ঢাকা জেলা (৪,৯৭৫টি) • কম : মেহেরপুর জেলা (৪৫০টি)।
- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ➢ সর্বাধিক : চট্টগ্রাম জেলা (২,২৭১টি) • কম : মেহেরপুর জেলা (৩০৯টি)।
- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ➢ বেশি : চট্টগ্রাম জেলায় (৫,০৫,২৪১ জন) • সবচেয়ে কম শিক্ষার্থী : মেহেরপুর জেলায় (৪৪,৪২৬ জন)।
- বিভাগওয়ারী ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম প্রাথমিক স্কুল : ৬৯৬টি ➢ ঢাকা ১৯১, চট্টগ্রাম ১৬১, সিলেট ৮১, রাজশাহী ৬৬, রংপুর ৬৫, খুলনা ৫১, বরিশাল ৪১, ময়মনসিংহ ৪০টি।
- প্রাথমিকে ১ কোটি ৩২ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের প্রতি শিক্ষার্থী মাসে ৭৫ টাকা, প্রথম-পঞ্চম শ্রেণির ১৫০ টাকা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ২০০ টাকা পায়।

বিভাগওয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিভাগ	সরকারি	অন্যান্য	মোট
ঢাকা	১০,৯২১	১২,৩৩২	২৩,২৫৩
চট্টগ্রাম	১১,৫৮৬	৮,১১৫	১৯,৭০১
রংপুর	৯,৫৪৬	৭,৪০২	১৬,৯৪৮
রাজশাহী	৮,৬৬৬	৬,১৫২	১৪,৮১৮
খুলনা	৮,১৭৫	৪,৩৬৮	১২,৫৪৩
ময়মনসিংহ	৫,৩৬৪	৫,১০৭	১০,৪৭১
বরিশাল	৬,২৫১	২,৪০৯	৮,৬৬০
সিলেট	৫,০৫৮	৩,১৭৮	৮,২৩৬
মোট	৬৫,৫৬৭	৪৯,০৬৩	১,১৪,৬৩০

বিশ্ব জনসংখ্যা সম্ভাবনা ২০২৪

প্রকাশ : জুলাই ২০২৪ | প্রকাশক : জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ | প্রতিবেদনের শিরোনাম : Revision of World Population Prospects 2024।

প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্য দেশের মধ্যে—

- জনসংখ্যার ঘনত্বে ➢ শীর্ষে : মোনাকো (প্রতি বর্গ কিমি ২৫,৯২৭ জন) • সর্বনিম্ন : মঙ্গোলিয়া (প্রতি বর্গ কিমি ২ জন)।
- গড় আয়ুতে ➢ শীর্ষে : মোনাকো (৮৬.৫০ বছর) • সর্বনিম্ন : নাইজেরিয়া (৫৪.৬৩ বছর)।
- বাংলাদেশের অবস্থান ➢ জনসংখ্যায় অষ্টম • ঘনত্বে ষষ্ঠ।

শীর্ষ ৫ দেশ

দেশ	জনসংখ্যা (হাজার)	বৃদ্ধির হার (%)
ভারত	১৪৫০৯৩৬	০.৯০
চীন	১৪১৯৩২১	-০.২২
যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৫৪২৭	০.৫৫
ইন্দোনেশিয়া	২৮৩৪৮৮	০.৮০
পাকিস্তান	২৫১২৬৯	১.৫৪

সর্বনিম্ন ৫ দেশ

দেশ	জনসংখ্যা (হাজার)	বৃদ্ধির হার (%)
টুভ্যালু	১০	-১.৬৯
নাউরু	১২	০.৭০
পালাউ	১৮	-০.১৩
সান ম্যারিনো	৩৪	-০.১৬
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	৩৮	-৩.৩৮

সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান

দেশ	জনসংখ্যা (হাজার)	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	গড় আয়ু
ভারত	১৪৫০৯৩৬	০.৯০	৪৮৮	৭২.২৪
পাকিস্তান	২৫১২৬৯	১.৫৪	৩২৬	৬৭.৮০
বাংলাদেশ	১৭৩৫৬২	১.২২	১৩৩৩	৭৪.৯৩
আফগানিস্তান	৪২৬৪৭	২.৮৩	৬৬	৬৬.২৯
নেপাল	২৯৬৫১	-০.১৫	২০১	৭০.৬৪
শ্রীলংকা	২৩১০৪	০.৫৬	৩৬৮	৭৭.৬৭
ভুটান	৭৯২	০.৬১	২১	৭৩.২৬
মালদ্বীপ	৫২৮	০.৩৬	১৭৫৯	৮১.২৯

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সর্বাধিক		সবচেয়ে কম	
দেশ	বৃদ্ধির হার (%)	দেশ	বৃদ্ধির হার (%)
ওমান	৪.৪১	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	-৩.৩৮
শাদ	৪.২২	গ্রিস	-১.৭৭
সিরিয়া	৪.০৪	টুভ্যালু	-১.৬৯
আরব আমিরাত	৩.৪১	মলদোভা	-১.২২
সোমালিয়া	৩.৪০	চেক প্রজাতন্ত্র	-১.০৪

ইউক্রেনের প্রাচীন রাজধানী ছিল খারকিভ

www.boimate.com
CamScanner

দেশজুড়ে

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

৭ জুলাই ২০২৪ সরকার 'জাস্টিস আবু জাফর সিদ্দিকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' নামক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়। এটি কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হবে। এ নিয়ে দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৫টি।

সব জেলায় CIU'র ইউনিট

সম্প্রতি দেশের প্রতিটি জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশে ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (CIU) গঠনের নির্দেশ দেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (IGP) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এ ইউনিট গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তকারী ও তদন্ত তদারককারী কর্মকর্তাকে সহায়তা করবে। এলাকাভিত্তিক হুন্ডি ও মাদকের মতো অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। তবে সরাসরি কোনো অভিযানে এ ইউনিট অংশ নেবে না।

৩২তম GI পণ্য নরসিংদীর লটকন

২৯ আগস্ট ২০২৩ নরসিংদী জেলা প্রশাসক নরসিংদীর লটকনকে GI পণ্যের জন্য স্বীকৃতির জন্য আবেদন করে। এরপর ৬ মার্চ ২০২৪ পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT) তা GI জার্নালে প্রকাশ করে। নিয়ম অনুযায়ী, জার্নালে প্রকাশের দু'মাসের মধ্যে কেউ আপত্তি না করায় ৯ জুলাই ২০২৪ নরসিংদীর লটকনকে ৩২তম GI পণ্যের স্বীকৃতি দিয়ে সনদ ইস্যু করা হয়।

GI জার্নালে প্রকাশিত আরও ১১টি পণ্য

পণ্য	আবেদন	জার্নালে প্রকাশ
মধুপুরের আনারস	৭ নভেম্বর ২০২৩	২০ জুন ২০২৪
ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই	১৯ ডিসেম্বর ২০২৩	২০ জুন ২০২৪
মাগুরার হাজরাপুরী লিচু	২৩ আগস্ট ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪
সিরাজগঞ্জের গামছা	৬ মার্চ ২০২৪	৩০ জুন ২০২৪
সিলেটের মণিপুরি শাড়ি	২১ জুন ২০২৩	২ জুলাই ২০২৪
মিরপুরের কাতান শাড়ি	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	১১ জুলাই ২০২৪
ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা	২ নভেম্বর ২০২১	১১ জুলাই ২০২৪
কুমিল্লার খাদি	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	১১ জুলাই ২০২৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি	৮ এপ্রিল ২০২৪	১১ জুলাই ২০২৪
গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা	১৪ মার্চ ২০২৪	১১ জুলাই ২০২৪
সুন্দরবনের মধু	৯ আগস্ট ২০১৭	১১ জুলাই ২০২৪

চা নিলামের প্লাটিনাম জয়ন্তী

১৬ জুলাই ২০২৪ চট্টগ্রামে চা নিলামের প্লাটিনাম জয়ন্তী পূরণ হয়। ব্রিটিশদের হাত ধরে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে চা চাষের সূচনা হলেও চা চাষের প্রসার ঘটে সিলেটে। লন্ডন ও কলকাতায় বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হয় এ অঞ্চলের উৎপাদিত চা। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ চালুর পর সিলেটসহ এ অঞ্চলে উৎপাদিত বেশিরভাগ চা রপ্তানি হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। ৬ জুন ১৯৪৮ এ অঞ্চলের চা বিক্রির জন্য তৎকালীন 'পাকিস্তান ব্রোকার্স লিমিটেড' (বর্তমানে ন্যাশনাল ব্রোকার্স লিমিটেড) গঠন করেন পাঁচজন বিখ্যাত ব্যক্তি। চা বেচাকেনায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের এক বছর পর ১৬ জুলাই ১৯৪৯ চট্টগ্রামে প্রথম চায়ের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ৩,০০০ ব্যাগ চা নিলামে তোলা হয়। শুরুতে পাক্ষিক নিলাম হলেও ১৯৮৫ সাল থেকে চট্টগ্রাম নগরীর আম্রাবাদ প্রোগ্রেসিভ টাওয়ারে প্রতি সপ্তাহের সোমবার নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TTAB) এ নিলাম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশে চায়ের নিলামকেন্দ্র তিনটি।

কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে বাংলাদেশ

১০ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশ আঞ্চলিক নিরাপত্তা জো... কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের (CSC) পঞ্চম সদস্য প... লাভ করে। ২০২১ সালে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভে... (CSC) উপ-নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠকে ভারত... মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার ত্রিদেশীয় ওই জোটে বাংলাদেশ ৬... পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। ওই বছরের আগস্টে... শ্রীলংকার উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অপর দু... সদস্য ভারত ও মালদ্বীপ এবং তৎকালীন দুই পর্যবেক্ষক... মরিশাস ও সিচিলিসের সঙ্গে নতুন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্র... পায় বাংলাদেশ। বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে... প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা জোরদা... ২০১১ সালে শ্রীলংকার উদ্যোগে গঠিত হয় কলম্বো... সিকিউরিটি কনক্লেভ। ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব... উপস্থিতি বাড়তে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালে ভারতের উদ্যোগে পুনরুজ্জীবিত হয় এ কনক্লেভ।

ইউক্রেনের মুদ্রার নাম ইউক্রেনিয়ান রিভনিয়া

বদলে যাচ্ছে ৪ মন্ত্রণালয়ের নাম

বদলে যাচ্ছে দেশের দুই মন্ত্রণালয়ের নাম। এ মন্ত্রণালয় দুটি হলো— নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নাম বন্দর, নৌপথ ও সমুদ্র পরিবহন মন্ত্রণালয় (Ministry of Ports, Shiping and Meritime Affairs) করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যখন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন, তখন এ মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল 'বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নৌপরিবহন'। ১৯৮৮ সালে সেই নাম বদলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় করা হয়।

এছাড়া 'মহিলা' শব্দটির পরিবর্তে 'নারী' যুক্ত করে এ মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম দেওয়া হবে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক হয়ে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ৫ মে ১৯৯৪ উক্ত মন্ত্রণালয়ের নাম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়।

সর্বশেষ নাম পরিবর্তন হওয়া ৩ মন্ত্রণালয়

পূর্বনাম	বর্তমান নাম	পরিবর্তন
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৮ এপ্রিল ২০১১
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২০ জুন ২০১৮
তথ্য মন্ত্রণালয়	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১৫ মার্চ ২০২১

দ্বাদশ সংসদের তৃতীয় অধিবেশন

শুরু : ৫ জুন ২০২৪ | সমাপ্তি : ৩ জুলাই ২০২৪ | কার্যদিবস : ১৯ | বিল পাস : ৭টি

বিল	পাস
অর্থ বিল, ২০২৪	২৯ জুন ২০২৪
নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০২৪	১০ জুন ২০২৪
নির্দিষ্টকরণ বিল , ২০২৪	৩০ জুন ২০২৪
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি বিল, ২০২৪	৩ জুলাই ২০২৪
পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিল, ২০২৪	২ জুলাই ২০২৪
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২৪	২ জুলাই ২০২৪
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০২৪	১ জুলাই ২০২৪

সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব

বর্তমানে ৬০টি দেশে বাংলাদেশের ৮৪টি কূটনৈতিক মিশন রয়েছে। যার মধ্যে ৮০টি মিশনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি দূতাবাস, ১৪টি হাইকমিশন, ১২টি কনস্যুলেট, তিনটি স্থায়ী মিশন, চারটি উপ-হাইকমিশন এবং চারটি সহকারী হাইকমিশন।

নয়টি দেশে নতুন করে কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ চলমান। এগুলো হলো— নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন, আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স, নরওয়ের রাজধানী অসলো ও কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন। এছাড়া চীনের গুয়াংজো, ব্রাজিলের সাওপাওলো, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে সাব-মিশন স্থাপন করা হবে।

৪টি বন্ধ কূটনৈতিক মিশনের মধ্যে সুদানের (খার্তুম) মিশনটি সাময়িকভাবে বন্ধ। সিয়েরা লিওন ও আফগানিস্তানের কাবুল মিশন দু'টি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া সৌদি আরবের জেদ্দায় OIC সেক্রেটারিয়াট (স্থায়ী মিশন) স্থাপনে অনুমোদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ EU ঋণ চুক্তি

৮ জুলাই ২০২৪ ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ স্কিমের অধীনে তিন মিলিয়ন ইউরোর ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ

ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। ইতালি-জার্মানিসহ ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ ঋণ সহায়তা দেয় EU। বাংলাদেশের সঙ্গে EU'র ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ চুক্তির ফলে অভিবাসী এবং তাদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে। এ অংশীদারত্ব সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটাবে। এছাড়া, শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাসসহ EU'র বাইরের গন্তব্যের দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সক্ষমতা জোরদার করবে। প্রসঙ্গত, ইউরোপীয় কমিশন বর্তমানে পাঁচটি দেশের সঙ্গে ট্যালেন্ট পার্টনারশিপের অধীনে নিরাপদ ও দক্ষ অভিবাসন নিয়ে কাজ করছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে— মিসর, মরক্কো, তিউনিসিয়া, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান।

প্রথম 'যুদ্ধশিশু'র স্বীকৃতি

১৪ জুলাই ২০২৪ দেশের প্রথম 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির চিঠি

পান সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত পচি বেগমের সন্তান মেরিনা খাতুন। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ মেরিনা খাতুন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চেয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এ প্রেক্ষাপটে ২৫ এপ্রিল ২০২৪ জামুকার ৮৯তম সভায় মেরিনা খাতুনকে দেশের প্রথম 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ স্বীকৃতির ফলে পিতার নাম ছাড়াই তিনি রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

-2

ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক National Bank of Ukraine

www.boimate.com

CamScanner

পদ্মা সেতু রক্ষণাবেক্ষণে কোম্পানি গঠন

১ জুলাই ২০২৪ পদ্মা সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয় মন্ত্রিপরিষদ। এর নাম দেওয়া হয় 'পদ্মা ব্রিজ অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স কোম্পানি পিএলসি'। এ কোম্পানির মূলধন হবে ১,০০০ কোটি টাকা। এ কোম্পানির কাজ হবে পদ্মা সেতু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, টোল আদায় ইত্যাদি। কোম্পানি আইন অনুযায়ী, তারা চলবে এবং জনবল কাঠামো তারা অনুমোদন দেবে। এর একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে, যার সদস্য হবে ১৪ জন। বোর্ডে সেতু বিভাগ, অর্থ বিভাগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা থাকবেন। বর্তমানে কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (MBEC) সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের কাজ পরিচালনা করছে।

চালু হবে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে

২৭ জুন ২০২৪ ঢাকা বাইপাস রোডের অবকাঠামো নির্মাণকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো জানায়, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে মধ্যে বাইপাস সড়কটি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে। এর ফলে ঢাকা শহরে প্রবেশ না করেই বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন সহজেই দেশের উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে চলাচল করতে পারবে। এটি হবে দেশের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সড়ক। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) প্রথম পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত হবে এ এক্সপ্রেসওয়ে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সিচুয়ান রোড অ্যান্ড ব্রিজ (গ্রুপ) কর্পোরেশন লিমিটেড (SRBG), শামীম এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (SEL) এবং ইউডিসি কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (UDC) কাজ করছে। প্রকল্পের আর্থিক পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)। প্রকল্পের ব্যয় ৩,৫০০ কোটি টাকা। জয়দেবপুর-দেওগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্পটিতে আগের দুই লেন সংবলিত রাস্তা নতুন করে চার লেন করা হচ্ছে।

বৃহত্তম আন্ডারপাস

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গোলচত্বরে নির্মাণ করা হবে দেশের বৃহত্তম আন্ডারপাস। পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। আন্ডারপাসটি হবে শতভাগ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এতে থাকবে ৮টি লিফট, ২৮টি এসকেলেটর, ২৫টি ট্রাভেলেটর ও ৯টি প্রবেশ ও বহির্গমন পথ। আন্ডারপাস ব্যবহার করে হজ ক্যাম্প থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে টার্মিনালে যাওয়া যাবে। আবার বিমানবন্দর টার্মিনাল থেকে সরাসরি এমআরটি স্টেশনে যাওয়া যাবে। আন্ডারপাস নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় ১,১৮৩ কোটি ৯ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আন্ডারপাসের কাজ শুরু হয়। ২০২৫ সালের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলা ও কুতুবদিয়া একাংশ নিয়ে গঠন হবে 'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'। এ কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য ১৭ এপ্রিল ২০২ মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনটি খসড়া সরকার নীতিগত অনুমোদন করে। এরপ ২৯ জুলাই ২০২৪ মন্ত্রিসভার বৈঠকে মহেশখা সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪-এর চূড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাপানের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে 'বে অব বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' (বিআইজি-বি) উন্ন ধারণা ঘোষণা করেন। এ ধারনা থেকেই মহেশখা সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনে নতুন আইন ক সরকার। মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান থাকবেন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃপক্ষের মূল অফিস হবে কক্সবাজারে।

মাতারবাড়িতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র

দেশের সরকারি কম্পানি বাংলাদেশ কোল পাওয়ার জেনারেশন কম্পানি লিমিটেড এবং ইন্দোনেশিয়ার পিটি পারতামিনা পাওয়ার যৌথভাবে মাতারবাড়িতে ৫০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র করবে। ১৫ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশ কোল পাওয়ার জেনারেশন কম্পানি এবং পিটি পারতামিনা পাওয়ার সমঝোতা চুক্তি সই করে। এ প্রকল্পে ৫০০ মি.ড. বিনিয়োগ করা হবে। বর্তমানে ১১টি সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

পরীক্ষামূলক উৎপাদনে পটুয়াখালী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র

২০২৪ সালের আগস্টে পটুয়াখালীর ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎকে থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। আর ২০২৪ সা ডিসেম্বরে নতুন কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে, তখন দেশের বি

চাহিদার প্রায় ২০% পূরণ হ ৩১ আগস্ট ২০১৯ কয়লাভি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নি কাজ শুরু হয়। দেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান রুরাল পাও কোম্পানি লিমিটেড (RPC এবং চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতি নোরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন লিমিটেড যৌথ পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ২.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বিদ্যুৎকে নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করে। সর্বাধুনিক আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্র ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হ

ইউক্রেনের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নাম সুপ্রিম কাউন্সিল (ভারকোভনা রাডা)

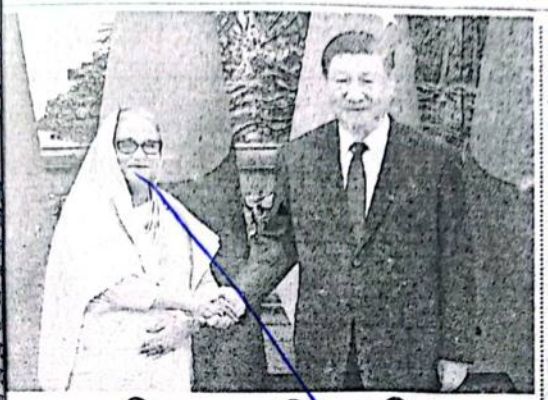

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফর

৮-১০ জুলাই ২০২৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর করেন। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে ১০ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ২২টি সমঝোতা স্মারক (MoU) এবং ৭টি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে চীন ৪ ধরনের প্রকল্পে ঋণের আশ্বাস দেয়।

■ সমঝোতা স্মারক

ডিজিটাল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সহায়তা শক্তিশালী করতে সমঝোতা ♦ ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্স নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সমঝোতা ♦ সতেজ আম রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত (ফাইটোস্যানিটারি) উপকরণ বিষয়ে প্রটোকল ♦ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি সহায়তা ক্ষেত্রে সমঝোতা ♦ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহায়তা বিষয়ে সমঝোতা ♦ ডিজিটাল অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে সমঝোতা ♦ বাংলাদেশের প্রকল্পে চায়না-এইড ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের ফিজিবিলিটি স্টাডি' বিষয়ে আলোচনার সাইনিং অব মিনিটস (কার্যবিবরণী) ♦ চীনের সহায়তায় ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী সেতু (মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর সেতু) সংস্কার প্রকল্পের চিঠি বিনিময় ♦ নাটেশ্বর আর্কিওলজিকাল সাইট পার্ক প্রকল্পে চায়না-এইড কনস্ট্রাকশনের ফিজিবিলিটি স্টাডি বিষয়ে চিঠি বিনিময় ♦ পিরোজপুরে কচা নদীতে নবম চীন-মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ভান্ডারিয়া ও নাজিরপুর কানির মধ্যে চরখালী ফেরিপথে নির্মাণ করা হবে) ♦ মেডিকেল সেবা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা শক্তিশালী করতে সমঝোতা ♦ অবকাঠামোগত সহযোগিতা জোরদারে সমঝোতা ♦ গ্রিন অ্যান্ড লো-কার্বন উন্নয়ন বিষয়ে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা ♦ বন্যার মৌসুমে ইয়ালুজাংবু (ব্রহ্মপুত্র) নদীর হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য বাংলাদেশকে দেওয়ার বিধি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক নবায়ন ♦ চীনের জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনের সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা ♦ চীনের মিডিয়া গ্রুপ (CMG) ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা ♦ চীনের মিডিয়া গ্রুপ (CMG) ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের (BTV) মধ্যে সমঝোতা ♦ সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) মধ্যে সমঝোতা ♦ সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের (BTV) মধ্যে সমঝোতা ♦ চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক নবায়ন ♦ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে সমঝোতা।

■ ঘোষণাপত্র

চীন-বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে যৌথ ফিজিবিলিটি স্টাডির সমাপ্তি ঘোষণা ▮ চীন-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি চুক্তির আলোচনা শুরুর ঘোষণা ▮ ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিয়ের ট্রায়াল শেষ করার ঘোষণা ▮ ডিজিটাল কানেকটিভিটি প্রকল্পের জন্য টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন সমাপ্তি ঘোষণা ▮ রাজশাহী ওয়াসা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট শুরুর ঘোষণা ▮ শানদং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক ঘোষণা ▮ বাংলাদেশে লুবান ওয়ার্কশপ নির্মাণের ঘোষণা

■ ১০০ কোটি ইউয়ান সহায়তা

চীন বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ইউয়ান আর্থিক সহায়তা দেবে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশকে অনুদান, সুদমুক্ত ঋণ, রেয়াতি ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণসহায়তা দেবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের একটি কারিগরি প্রতিনিধিদল খুব শিগগির বাংলাদেশে আসবে।

■ এক চীন আদর্শ

চীন 'এক চীন' আদর্শ, তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের তিন উদ্যোগ—

১. বৈশ্বিক নিরাপত্তা উদ্যোগ (Global Security Initiative—GSI)
২. বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগ (Global Development Initiative—GDI) ও
৩. বৈশ্বিক সভ্যতা উদ্যোগে (Global Civilization Initiative—GCI)।

এ তিনটি উদ্যোগে বাংলাদেশকে যুক্ত করার বিষয়ে চীন যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। তবে এবার চীন বেশ কিছুটা দর-কষাকষি করে 'এক চীন নীতির' পরিবর্তে 'এক চীন আদর্শ'— এ ধারণা ঘোষণায় যুক্ত করে। চীনের দাবি, 'নীতি' বিষয়টি পশ্চিমা ধারণা। কাজেই তারা 'আদর্শ' বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাংলাদেশ এ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে তাইওয়ান যে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা মেনে নেয়। যার প্রতিফলন রয়েছে যৌথ ঘোষণায়।

ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি

www.boimate.com
CamScanner

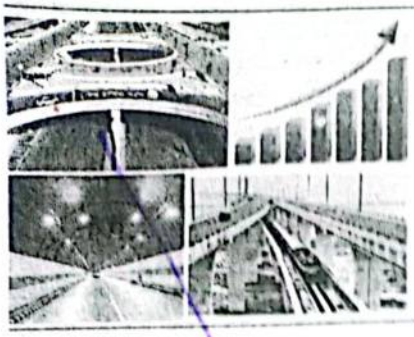

উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিপাদ্য নিয়ে যে প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা। বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ২০২৫ সালের জুনে শেষ হবে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

'পঞ্চবার্ষিক' কথাটি একটি নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ (৫ বছর) নির্দেশক প্রত্যয়। এর মূল বিষয় পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকে ঘিরেই পঞ্চবার্ষিক কথাটির গুরুত্ব আবর্তিত। আর পরিকল্পনা হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত এবং যুক্তিসঙ্গত কর্মপন্থার পূর্ব প্রস্তুতি। সামগ্রিকভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূলত, একটি উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

ইতিহাস

সর্বপ্রথম প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায় প্রায় ২৪০০ বছর পূর্বে। স্ট্যালিনই বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে (বর্তমান রাশিয়া) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার ১৩তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯১-১৯৯৫)। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে যা বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদটি হলো অন্যতম ভিত্তি। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সালে দেশের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল প্রণয়ন করে। এরপর দেশে মোট ৮টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০৩০ সালের জ মাসের মধ্যে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবা করা হবে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে নবম পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ। পরবর্তী পাঁচ বছরের জ উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ল সামনে রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক ক শুরু করে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনী বিভাগ (GED)। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে জন্য এরই মধ্যে 'বাংলাদেশের নবম পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনা (জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০) : উচ্চ ম আয়ের জন্য টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত প্রবৃ শিরোনামের ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়। ২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি তৈরি ক হবে। নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব পাবে শি স্বাস্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়ন। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় উন্ন সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। একই সঙ্গে অ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব খাত পিছিয়ে রয়ে সেগুলোকে নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেও হবে। উল্লেখ্য, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি জুল ২০২০-জুন ২০২৫ সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হ এটি ছিল চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সিরিজের ম প্রথম যা সরকারের ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন কর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ

[মিলিয়ন টাকা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	মেয়াদকাল	আকার	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পনার আকারের (%)	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জি (%
প্রথম	জুলাই ১৯৭৩-জুন ১৯৭৮	৪৪,৫৫০	২০,৭৪০	৪৬.৫৫	৫.৫০	৪.০
দ্বি-বার্ষিক	জুলাই ১৯৭৮-জুন ১৯৮০	৩৮,৬৮০	৩৩,৫৯০	৮৭.০০	৫.৬০	৩.৫
দ্বিতীয়	জুলাই ১৯৮০-জুন ১৯৮৫	১৭২,০০০	১৫২,৯৭০	৮৮.৯৪	৫.৪০	৩.৮
তৃতীয়	জুলাই ১৯৮৫-জুন ১৯৯০	৩৮৬,০০০	২৭০,১১০	৬৯.৯৮	৫.৪০	৩.৮
চতুর্থ	জুলাই ১৯৯০-জুন ১৯৯৫	৬২০,০০০	৫৯৮,৪৮০	৯৬.৫৩	৫.০০	৪.১
পঞ্চম	জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০২	১,৯৫৯,৫২১	১,৩৭৩,৬৩৯	৭০.১০	৭.০০	৫.২
ষষ্ঠ	জুলাই ২০১১-জুন ২০১৫	১৭,৬৩৩,৬৫৭	১৭,১১৫,৮২৯	৯৭.০৬	৭.৩০	৬.৩
সপ্তম	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	৩১,৯০২,৮০০	—	—	৭.৪০	৮.১
অষ্টম	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	৬৩,৬০০,০০০	—	—	৮.৫১	১৩.৫

* ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার

ইউক্রেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিনেশ শ্যামহাল

www.boimate.com

CamScanner

অর্থ-বাণিজ্য

রপ্তানি তথ্যভাণ্ডার তৈরির সমন্বিত উদ্যোগ

২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাণিজ্যসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন ও উপস্থাপনের পদ্ধতি আধুনিকায়নের উদ্যোগ নয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)। এখন থেকে প্তানিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য প্রকাশ করা হবে। এজন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং দ্ধতি (SOP) অনুসরণের সিদ্ধান্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই ২০২৪ তথ্য-উপাত্ত সংকলনের পদ্ধতি নিয়ে াংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), বাংলাদেশ রিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের (BFTI) ঙ্গে বৈঠক করে EPB। দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মতো রে EPB হিসাব কষে পণ্য রপ্তানির তথ্য প্রকাশ রত। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের সঙ্গে ব্যাপক পার্থক্য তৈরি হয়।

আরও ৫টি অর্থঋণ আদালত

্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ াদায়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি অর্থঋণ াদালত গঠন করা হবে বলে জানায় আইন, বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। ঢাকায় তিনটি ও চট্টগ্রামে দুটি াদালত গঠন করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের তথ্যানুসারে, র্তমানে আট বিভাগীয় শহরের মধ্যে ঢাকায় চারটি, ট্টগ্রামে একটি, খুলনায় একটি ও ময়মনসিংহে একটি র্থঋণ আদালত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও র্থঋণ আদালতের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের র্থঋণ আদালতগুলোয় খেলাপি ঋণের অভিযোগে ৬,০০০ মামলা বিচারাধীন। এসব মামলায় আটকে য়েছে প্রায় ৮৫,২১৬ কোটি টাকা।

আল ফালাহর বাংলাদেশের কার্যক্রম অধিগ্রহণ

২০২৪ সালের জুলাইয়ে পাকিস্তানভিত্তিক ব্যাংক আল ফালাহর বাংলাদেশ অংশের অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে ব্যাংক এশিয়া। এটি ব্যাংক এশিয়ার তৃতীয় বিদেশি ব্যাংক অধিগ্রহণ। এর আগে ২০০১ সালে কানাডাভিত্তিক নোভা স্কশিয়া এবং আরেকটি পাকিস্তানি ব্যাংক মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের বাংলাদেশ অংশের কার্যক্রম অধিগ্রহণ করে।

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭

১ জুলাই ২০২৪ ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর খসড়া অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। তিন বছর মেয়াদি এ রপ্তানি নীতিতে ওষুধ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, হস্তশিল্পজাত পণ্য, সফটওয়্যার এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস রপ্তানিতে জোর দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ নীতিতে নারী রপ্তানিকারকদের বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নীতিগত নির্দেশনা রয়েছে।

প্রবাসী আয়ে শীর্ষে আরব আমিরাত

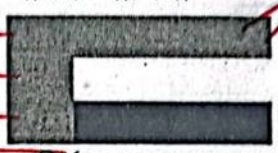

২০২৪ সালের জুলাইয়ে প্রকাশ হওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সৌদি আরবকে পেছনে ফেলে প্রবাসী আয় প্রেরণে শীর্ষ দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংযুক্ত আরব আমিরাত ছিল তৃতীয় অবস্থানে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে শীর্ষ ১০ দেশের রেমিট্যান্স

দেশ	মি.মা.ড.	দেশ	মি.মা.ড.
আরব আমিরাত	৪৫৯৯.০২	ইতালি	১৪৬১.৬০
যুক্তরাষ্ট্র	২৯৬১.৬৪	কুয়েত	১৪৯৬.৬৫
যুক্তরাজ্য	২৭৯৩.২১	কাতার	১১৪৯.৯৬
সৌদি আরব	২৭৪১.৫০	ওমান	১১২৩.৪৮
মালয়েশিয়া	১৬০৭.৭১	সিঙ্গাপুর	৬৩২.২৫

সর্বজনীন পেনশন

■ **৭ ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক :** সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরও ৭টি ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) সই করে জাতীয় পেনশন র্তৃপক্ষ। এ নিয়ে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি াস্তবায়নকারী সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ংখ্যা এখন ১১টি। ৩ জুলাই ২০২৪ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ সমঝোতা স্মারক সই য়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এর াগে আর ৪টি ব্যাংকের MoU হয়।

■ **পেনশনের অর্থ মিউচুয়াল ফান্ড, বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ :** ৯ জুলাই ২০২৪ সর্বজনীন পেনশনের টাকার বিনিয়োগ নিয়ে (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা জারি করে গেজেট প্রকাশ করে অর্থ মন্ত্রণালয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের (কর্মসূচি) টাকা মিউচুয়াল ফান্ড ও শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ভালো মানের বন্ড, ট্রেজারি বিল, সুকুক এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বা বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্পের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাবে। তহবিলের কোনো অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই দেশের বাইরে বিনিয়োগ করা যাবে না।

■ **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পেনশন নিবন্ধন :** ১১ জুলাই ২০২৪ সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে জনসাধারণকে অংশগ্রহণে আগ্রহী করতে এবং তাদের দোরগোড়ায় নিবন্ধন সেবা পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। এরই অংশ হিসেবে প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে বিনামূল্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন সহায়তা দিতে বলা হয়।

ইউক্রেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া তামাশেঙ্কো

www.boimate.com
CamScanner

শিক্ষাক্রমে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি

১ জুলাই ২০২৪ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (NCCC) নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করে। এখন থেকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই মূল্যায়ন করা হবে। সর্বশেষ প্রণীত শিক্ষাক্রমের নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে জানুন এবারের আয়োজনে।

মূল্যায়নের গ্রেড	
বর্তমান	নতুন
A+	
A	অনন্য
A-	অন্তর্মুখী
B	অগ্রগামী
C	সক্রিয়
D	অনুসন্ধানী
F	বিকাশমান
	প্রারম্ভিক

নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি

- নতুন শিক্ষাক্রমে এসএসসির আগে কোনো টেস্ট বা নির্বাচনি পরীক্ষা হবে না।
- ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে।
- নতুন শিক্ষাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় Grade Point Average (GPA) বা অন্য কোনো গ্রেডিং থাকবে না। এ পর্যায়গুলো ইংরেজি বর্ণ দিয়ে বোঝানো হবে।
- মাদ্রাসায় নতুন শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত না হওয়ায় দাখিল পরীক্ষা আগের নিয়মেই হবে।
- এ পদ্ধতি অনুসরণ করে এখন থেকে ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে।
- বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে পড়ছে, তারাই প্রথমবারের মতো নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, ২০২৬ সালে মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিবে।।
- এসএসসি পরীক্ষার ফলও GPA'র ভিত্তিতে হবে না। নির্ধারিত পারদর্শিতা (নৈপুণ্য) অনুযায়ী সাতটি স্কেল বা পর্যায়ে ফল বা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হবে। এ সাত স্তর হবে অনন্য, অর্জনমুখী, অগ্রগামী, সক্রিয়, অনুসন্ধানী, বিকাশমান ও প্রারম্ভিক।
- ফল বা রিপোর্ট কার্ডে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়নের ফলাফল আলাদাভাবে সাতটি স্তরে হবে। সাতটি স্তরের জন্য থাকবে সাতটি ছক।
- কোনো শিক্ষার্থী যদি দশম শ্রেণিতে ৭০% কর্মদিবসে উপস্থিত না থাকে তাহলে সে পাবলিক পরীক্ষা বা মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।
- নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়নের লিখিত অংশের ওয়েটেজ হতে যাচ্ছে ৬৫%। আর কার্যক্রমভিত্তিক অংশের ওয়েটেজ ৩৫%।

উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ

একেকটি বিষয়ে কয়েকটি পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। কোনো বিষয়ে একের বেশি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে 'প্রারম্ভিক' স্তরে থাকলে শিক্ষার্থী ওই বিষয়ে উত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর যদি কোনো বিষয়ে দুইয়ের বেশি (তিন বা ততোধিক) পারদর্শিতার ক্ষেত্রে 'বিকাশমান' বা তার নিচের স্তরে থাকে তাহলে সে বিষয়ে উত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়া কোনো শিক্ষার্থী যদি তিন বা ততোধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয় তাহলে পরবর্তী শ্রেণিতে (একাদশ শ্রেণি) উত্তীর্ণ হবে না। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে শর্ত সাপেক্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন

নতুন কারিকুলামের আলোকে ৩ জুলাই ২০২৪ প্রথমবারের মতো পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শুরু হয়। মাধ্যমিকের ষাণ্মাসিকে বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত দিনে সর্বোচ্চ ৫ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সীমিত পরিমাণে পরিচালনা ফি নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র নৈপুণ্য অ্যাপস এ দেওয়া হয়।

নৈপুণ্য

শিক্ষাক্রমের যত পরিবর্তন

স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন এসেছে ৭ বার। এরমধ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে প্রথম শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবইয়ে পরিমার্জন করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তর করা হয় আর ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক স্তরে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কিছু পাঠ্যবইয়ে পরিমার্জন করা হয়। এরপর ২০১২ সালে সৃজনশীল শিক্ষাক্রমকে চালু করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন

১৯৭২-২০০০ সাল পর্যন্ত MCQ ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে ডিভিশন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পরে ২০০১-২০২২ সাল পর্যন্ত MCQ ও সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions-CQ) নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করে GPA পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ২০২৩ সাল থেকে শিখনকালীন মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করে রিপোর্ট কার্ডে ফলাফল পদ্ধতি চালু করা হয়।

ইউক্রেনের জাতীয় ভাষা ইউক্রেনীয়

আন্তঃদেশীয় যোগাযোগে ট্রানজিট

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ-ভারত

ভৌগোলিকভাবে বিশাল ভূখণ্ড ভারতের প্রায় পেটের মধ্যে ঢুকে থাকা একটি ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ। যার তিনদিকেই রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত। ভারতকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট দেওয়ার প্রেক্ষাপটসহ আরও কিছু বিষয় জেনে নিন এবারের আয়োজনে।

ট্রানজিট

ট্রানজিটের সাধারণ ধারনাটি হলো একটি দেশ দ্বিতীয় দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশের জন্য পণ্য বহন করে নিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে প্রথম দেশটি দ্বিতীয় দেশটিকে ট্রানজিট-সুবিধা দিচ্ছে। বাংলাদেশ যখন ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে নেপাল বা ভুটানে পণ্য পাঠাবে তখন ভারত বাংলাদেশকে ট্রানজিট সুবিধা দিবে। ভারত বাংলাদেশের ট্রানজিট চাচ্ছে দু'টি উদ্দেশ্যে। এক. তাদের নিজেদের দেশের মধ্যেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করার জন্য। দুই. বাংলাদেশের বন্দরকে ট্রানজিট বন্দর হিসেবে ব্যবহার করে অন্য দেশে পণ্য সরবরাহ করার জন্য। বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাতে যে রুটটি ব্যবহার করা হবে সেটিও হবে ট্রানজিট রুট। ট্রানজিট সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক কিছু বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। এর জন্য রয়েছে বার্সেলোনা ট্রানজিট কনভেনশন-১৯২১ ও নিউইয়র্ক ট্রানজিট কনভেনশন-১৯৬৫। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) দলিলের আর্টিকেল-৫-এ ট্রানজিটের রীতি-নীতির উল্লেখ রয়েছে।

■ **নৌ ট্রানজিট :** স্বাধীনতার আগে ১৯৪৭-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে নৌ ট্রানজিট চালু ছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে নৌ ট্রানজিট বন্ধ হয়ে যায়। ১ নভেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ে Protocol on Inland Water Transit and Trade নামক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৪ অক্টোবর ১৯৭২ স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ৫নং ধারা অনুযায়ী, এ চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের ২২টি নৌবন্দর 'পোর্টস অব কল' এর অন্তর্ভুক্ত। পোর্টস অব কল বলতে বন্দরে জাহাজ স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করে প্রয়োজনীয় রসদ, জ্বালানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করাকে বোঝায়।

■ **স্থল ট্রানজিট :** ১৯ অক্টোবর ২০১১ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্থলভাগ তথা ভূখণ্ড ব্যবহার করে ট্রানজিট সুবিধা লাভ করে ভারত। ১ নভেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ভারত এ সুবিধা পায়। ২৫ অক্টোবর ২০১৮ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার বিষয়ে দুই দেশের সচিব পর্যায়ে চুক্তি হয়। ৫ অক্টোবর ২০১৯ এ-সংক্রান্ত পরিচালন পদ্ধতির মান বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) সই হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম, মোংলা বন্দরে খালাস করা পণ্য আটটি নির্ধারিত স্থল বা সড়ক রুট ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোয় নিতে পারে ভারত।

■ **রেল ট্রানজিট :** ২২ জুন ২০২৪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেল ট্রানজিট নিয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে পরীক্ষামূলক এ রেল চলাচল শুরু হয়। রেল ট্রানজিট চালুর পর ভারতের ট্রেন বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা দিয়ে প্রবেশ করে নীলফামারীর চিলাহাটি- হলদিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের ট্রেন পরিচালনার এ সুবিধাকে নথিপত্রে দুই দেশের কানেক্টিভিটি বলা হলেও এটি ট্রানজিট নামে পরিচিতি পায়। বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত ৫টি রুটে ট্রেন চলাচল করে।

চিকেনস নেক

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সঙ্গে দেশটির অপর অংশের সংযোগের জন্য শিলিগুড়ি করিডোর নামে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি করিডোর ছাড়া সরাসরি কোনো সংযোগ পথ নেই। এ পথে ভারতের দুই অংশের মধ্যে সড়ক ও রেল যোগাযোগ রয়েছে। করিডোরটি

অনেকটা মুরগির গলার মতো দেখতে হওয়ায় এটি 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত। এ করিডরের পাশে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের অবস্থান। চীনের সীমান্তও বেশি দূরে নয়।

ট্রানশিপমেন্ট

ট্রানশিপমেন্ট হলো পণ্যবাহী একটি যান থেকে আরেকটি যানে সেই পণ্য স্থানান্তর। এটি দেশের ভেতর সচরাচর হয়ে থাকে। যখন দুটি দেশের মধ্যে বিষয়টি চলে আসে, তখনই তা আন্তর্জাতিক ট্রানশিপমেন্ট হয়ে পড়ে।

করিডোর

সাধারণত দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে করিডোর সৃষ্টি হয়। যেমন— বাংলাদেশ যখন ভারতীয় পণ্যবাহীযানকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আগরতলায় যাওয়ার সুযোগ দেয়, তখন তা হয় করিডোর-সুবিধা। অর্থাৎ, এখানে তৃতীয় কোনো দেশের সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু ট্রানজিটের ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। তাই ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পণ্য সামগ্রী উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোয় যাওয়ায় জন্য বাংলাদেশি ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতিই করিডোর-সুবিধা।

ইউক্রেনের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ রুশ বংশোদ্ভূত

www.boimate.com
CamScanner

ইপিআইতে নতুন টিকা

২০২৫ সাল থেকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে (EPI) শিশুদের জন্য যুক্ত হচ্ টাইফয়েড ও মশাবাহিত রোগের নতুন দুই টিকা। টাইফয়েডের জন্য যুক্ত হবে 'কনজুগেট ভ্যাকসিন' ও মশাবাহিত রোগের জন্য 'জাপানিজ এনকেফাইলাইটিস' ভ্যাকসিন। বর্তমানে EPI'র আওতায় শিশু, কিশোরী ও নারীদের ১১টি মারাত্মক সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্যক্রম চলমান।

ভ্যাকসিন বা টিকা

যে জৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ দেহে অ্যান্টিবডি (Antibody) তৈরি করে Immunity বা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে তাকে Vaccine বা টিকা বলে। ল্যাটিন শব্দ Vacca থেকে Vaccine শব্দটির উৎপত্তি হয়। ল্যাটিন ভাষায় Vacca শব্দটির অর্থ হচ্ছে Cow (গরু)। টিকা মানুষের দেহকে নির্দিষ্ট কোনো একটি সংক্রমণ, ভাইরাস কিংবা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত করে। টিকার ধারণা তৈরি হয় চীনে। দশম শতাব্দীর শুরুতে চীনারা ভ্যাকসিনেশনের আদিরূপ ভ্যারিওলেশন নামক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অষ্টম শতাব্দী পরে ব্রিটিশ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার ৩টি বসন্তে অসংখ্য মানুষ মারা যাওয়া দেখে টিকা আবিষ্কারের বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৭৯৮ সালে এডওয়ার্ড জেনারের গবেষণাপত্র প্রকাশ হওয়ার পর তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে বিশ্ব প্রথম ভ্যাকসিন বা টিকা শব্দটির সাথে পরিচিত হয়।

উল্লেখযোগ্য টিকার আবিষ্কারক

নাম	আবিষ্কারক
গুটি বসন্ত	এডওয়ার্ড জেনার
জলাতঙ্ক ও অ্যানথ্রাক্স	লুই পাস্তর
পোলিও	জোনাস এডওয়ার্ড সাল্ক
খাওয়ার পোলিও	আলবার্ট সাবিন
যক্ষ্মা	আলবার্ট ক্যালমিটি ও ক্যামিল গিওরিন
হেপাটাইটিস বি	বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ
রুবেলা, মাম্পস	মরিস হিলেম্যান

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি

১৯৭৪ সালে বিশ্বব্যাপী টিকা কর্মসূচিকে ছড়িয়ে দিতে বিশ্ব স্বা সংস্থা (WHO) একটি বিস্তৃত কর্মসূচি শুরু করে। যার নামক করা হয় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বা Expanded Progra on Immunization (EPI)। WHO'র পরিচালিত এ কর্মসূ মাধ্যমে মূলত নবজাতক, শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বাদের বিভিন্ন প্র টিকা দেওয়া হতো। ৭ এপ্রিল ১৯৭৯ বাংলাদেশে EPI কার্য শুরু হয়। তখন ৬টি সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়ার মাধ্য EPI কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে দেশে ৪টি বিভাগ এবং ২১টি জে ছিল। ১৯৮৭ সালে ৬২টি উপজেলায়, ১৯৮৮ সালে ১২০টি উপজে এবং ১৯৮৯ সালে সমগ্র দেশে এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হ এরপর ২০০৩ সালে হেপাটাইটিস-বি এবং ২০০৯ সা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু হয়। ২০ সালে ৮টি সংক্রামক রোগের পাশাপাশি সারা দেশে ১ বছ কম বয়সি সকল শিশুদের MR এবং ১৫ মাস বয়সি সক শিশুদের হামের দ্বিতীয় ডোজ টিকা সংযোজন করা হয়। ২০ সালে ১ বছরের কম বয়সি সকল শিশুদের নিউমোকক্ (Pneumococcal) জনিত নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন পিসি সংযোজন করা হয়। একই সাথে পোলিওর জন্য মুখে খাওয় পরিবর্তে ইনজেকশনের মাধ্যমে IPV দেওয়া শুরু হয়। স সর্বশেষ ২০২৩ সালে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী HPV টি দান শুরু হয়। বর্তমানে EPI'র অধীনে শিশু, কিশোরী ও নারী ১১টি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হ

জাতীয় টিকা দিবস

১৬ মার্চ ১৯৯৫ দেশে প্রথম মাত্রা টিকা খাওয়ানোর জন্য প্র জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয় এবং দ্বিতীয় মাত্রা খাওয়ানো একই বছরের ১৬ এপ্রিল। ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ২ জাতীয় টিকা দিবস আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশে ১১টি রোগের টিকা কর্মসূচি

রোগের নাম	টিকা চালু
যক্ষ্মা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুস্টংকার ও হাম	১৯৭৯ সাল
হেপাটাইটিস-বি	২০০৩ সাল
হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি	২০০৯ সাল
হাম ও রুবেলা	২০১২ সাল
নিউমোনিয়া	২০১৫ সাল
জরায়ুমুখ ক্যান্সার	২০২৩ সাল

কোন রোগের কোন টিকা

যক্ষ্মা ➤ Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine
ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইল ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ➤ Pentavalent vaccine
নিউমোনিয়া ➤ Pneumococcal conjugate vaccine (PC
পোলিওমাইলাইটিস ➤ Bivalent oral polio vacci (bOPV) ও Inactivated poliovirus vaccine (IPV)
হাম ও রুবেলা ➤ Measles & Rubella (MR) vaccine
জরায়ুমুখ ক্যান্সার ➤ Human papillomavirus (HPV) টি
ধনুস্টংকার ➤ টিটেনাস টিকা বা Tetanus Toxoid (TT)
হাম ➤ Measles vaccine

দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক পূর্ব ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চলে অবস্থিত

বিশ্বজুড়ে

কসোভোকে স্বীকৃতির প্রস্তাব নাকচ

২৭ জুন ২০২৪ কাতালান অঞ্চলের কিছু দলের পক্ষ থেকে বলকান রাষ্ট্র কসোভোকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব নাকচ করে দেয় স্পেনের পার্লামেন্ট। প্রস্তাবটি ২৯৩-২৫ ভোটে নাকচ করা হয়। এছাড়াও ২৭ জন এমপি ভোটদানে বিরত ছিলেন। কাতালান বিচ্ছিন্নতাবাদী দল জুন্টসের পক্ষ থেকে সংসদে এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সার্বিয়া থেকে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে কসোভো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত পাঁচটি দেশ— স্পেন, গ্রিস, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া এবং সাইপ্রাস এখনো কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে EU'র এ দেশগুলো কসোভোর নাগরিকদের ভ্রমণ নথিপত্রকে স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের আশা পোষণকারী সার্বিয়া কখনোই কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকার করেনি। তারা এখনো কসোভোকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে। উল্লেখ্য, ইসরায়েল ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সর্বশেষ দেশ হিসেবে কসোভোর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।

ফোনে আড়ি পাতার বৈধতা পেল ISI

ফোনালাপ ও বার্তা আদান-প্রদানে আড়ি পাতার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাকে আইনি বৈধতা দেয় দেশটির সরকার। ৮ জুলাই ২০২৪ এক অফিস আদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে এ পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে দেশটির রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা আরও পোক্ত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় অর্ধেক সময়ই দেশটির ক্ষমতায় ছিল সামরিক বাহিনী। তবে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সকে (ISI) বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে বিরোধী দল। পার্লামেন্টে সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)।

জেদ্দায় ট্রাম্প টাওয়ার

৫৮ তলা উঁচু ট্রাম্প টাওয়ার নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের অন্যতম আকর্ষণ। বাণিজ্যিক এ ভবন এবার সৌদি আরবে দার গ্লোবালের সহায়তায় তৈরি করার ঘোষণা দেয় ট্রাম্প অর্গানাইজেশন। ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্প এ তথ্য জানান। দার গ্লোবাল জানায়, সৌদি আরবের বিলাস বাজার ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের কথা মাথায় রেখে এ প্রকল্প শুরু করা হবে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

২৮ জুন ২০২৪ ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কোনো প্রার্থী ৫০% ভোট না পাওয়ায় ৫ জুলাই ২০২৪ প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা মাসুদ পেজেশকিয়ান ও সাইদ জালিলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে সংস্কারপন্থী মাসুদ পেজেশকিয়ান ৫৪.৭৬% ভোট পেয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদ জালিলি পান ৪৫.২৪% ভোট। ৩০ জুলাই ২০২৪ তিনি নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

■ চিকিৎসক থেকে রাষ্ট্রপতি

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশে জন্ম নেওয়া পেজেশকিয়ান একজন হার্ট সার্জন। হাই স্কুল শেষে প্রথম ডিপ্লোমা অর্জনের পর পেজেশকিয়ান সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। তাব্রিজ মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল সার্জারির বিশেষজ্ঞ হন। ১৯৮০ এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধে পেজেশকিয়ান চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ইরান মেডিকেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কার্ডিয়াক সার্জারির বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯৯৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও এক সন্তান হারান। দুই ছেলে ও অপর এক মেয়েকে নিয়েই থাকেন তিনি। তিনি ইরানের সাবেক সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামির শাসনামলে ২২ আগস্ট ২০০১-২৪ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৮ সালের অষ্টম পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি প্রথমবারের মতো আইন পরিষদ মজলিশের সদস্য হন। দশম সংসদে তিনি ছিলেন প্রথম ডেপুটি স্পিকার। ২০২১ সালের নির্বাচনে পেজেশকিয়ান অন্য সংস্কারপন্থী ও মধ্যপন্থী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হন।

কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত ছোট উপদ্বীপ ক্রিমিয়া

www.boimate.com
CamScanner

ভারতে নতুন আইন কার্যকর

১ জুলাই ২০২৪ ভারতজুড়ে কার্যকর হয় নতুন তিন ফৌজদারি আইন। বিরোধীদের অপত্তি সত্ত্বেও কার্যকর হয় এ আইন। এর ফলে ভারতীয় আইনব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি মুছে যায় ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া নিয়মগুলো। ন্যায় সংহিতায় নতুন ২০টি অপরাধ চিহ্নিত করা হয়। বাদ পড়ে

ভারতীয় দন্ডবিধিতে থাকা ১৯টি বিধান। ৩৩টি অপরাধের জন্য কারাদন্ডের মেয়াদ বাড়ানো হয়। ৮৩টি অপরাধের জন্য জরিমানার পরিমাণও আগের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়। পরিবেশ দূষণ ও মানব পাচারের মতো অপরাধকে ন্যায় সংহিতায় সাজার আওতায় আনা হয়। যুক্ত করা হয় সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক প্রতারণার মতো নতুন অপরাধ। এদিকে নতুন এ আইনের অধীনে দিল্লিতে এরই মধ্যে একটি মামলাও নথিভুক্ত হয়। একজন হকারের বিরুদ্ধে রাস্তা আটকে ব্যবসা করার অভিযোগে এ মামলা হয়।

■ নতুন আইনে যা রয়েছে

নতুন যে তিনটি আইন চালু হয় তার নাম ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। এর আগে এ ধারাগুলো ছিল ব্রিটিশদের তৈরি তিনটি আইনে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPS), কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং দ্য ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। ব্রিটিশ আমলের এ তিনটি আইন বাতিল করে নতুন এ তিনটি আইন চালু করা হয়। নতুন আইনগুলো পুরানো আইনের থেকে তৈরি করা হলেও তাতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

জার্মানিতে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন

ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য ২০২৬ সালের মধ্যে জার্মানিতে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে যুক্তরাষ্ট্র। ১০ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানি এক যৌথ বিবৃতিতে এ বিষয় জানান। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে এসএম (স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল)-৬, টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অন্যতম। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রও মোতায়েন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রেইথন এ স্ট্যান্ডার্ড মিসাইল-৬ ও টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তৈরি করেছে।

১৯৮৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান স্বাক্ষরিত ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস ট্রিটির (INF) আওতায় ইউরোপে ভূমি থেকে নিক্ষেপণযোগ্য মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্র ১৯৯০-এর দশকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধ্বংস করে। পরে স্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়াও একই পথ অনুসরণ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে নিজেদের INF চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

কুয়েতে তেলের বিশাল খনি

১৪ জুলাই ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েত একটি বড় জ্বালানি তেলের খনির সন্ধান পায়। দেশটির জ্বালানি তেলের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও বিপণনকারী সরকারি কোম্পানি কুয়েত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (KPT) শেখ নাওয়াফ সৌদ নাসির এ তথ্য নিশ্চিত করেন। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে পাওয়া যায় এ খনির সন্ধান। প্রায় ৯৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের নতুন এ খনিটিতে ২১০ কোটি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম এবং ৫,১০,০০০ কোটি ঘনফুট জ্বালানি গ্যাস রয়েছে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়। এ দুই জ্বালানি উপাদান মিলিয়ে খনিজ তেলের মোট পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩২০ কোটি ব্যারেল। ধারণা করা হয়, শতকরা হিসেবে বিশ্বের মোট তেলের মজুতের ৪% রয়েছে ১৭,৮১৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ দেশটিতে। জ্বালানি তেল উত্তোলন ও রপ্তানিকারী দেশগুলোর জোট ওপেক প্লাসের তথ্য অনুসারে, এ মুহূর্তে কুয়েত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি তেলের জোগানদাতা এবং প্রতি বছর দেশটি ১০৪ কোটি ব্যারেল তেল উত্তোলন করে।

সৌদি আরবে নতুন ৭ খনি

১ জুলাই ২০২৪ সৌদির জ্বালানিমন্ত্রী আবদুল আজিজ বিন সালমান সৌদি আরবে নতুন তেল ও গ্যাস আবিষ্কারের ঘোষণা দেন। সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ও রাব আল-খালি মরুভূমিতে সাতটি তেল ও গ্যাসের খনি আবিষ্কৃত হয়। নতুন খোঁজ পাওয়া সাত খনির মধ্যে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দু'টি অপ্রচলিত তেলক্ষেত্র ও একটি খনি এবং রাব আল-খালি মরুভূমিতে দুটি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র ও দু'টি খনি রয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় আল-ফারুক তেলক্ষেত্রের আল ফারুক-৪ কূপের পাশে একটি তেলের খনি পাওয়া যায়। সেখানে গ্যাসেরও একটি মজুত পাওয়া যায়। এর বাইরে উনাইজাহ বি/সি নামে একটি গ্যাসের খনি পাওয়া গেছে, যা অঞ্চলটির 'মাজালিজ' তেলক্ষেত্রে অবস্থিত। নতুন আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র বা খনিগুলোর মধ্যে একটি রাব আল খালি মরুর আল-জাহাক কূপের কাছাকাছি অবস্থিত। একই অঞ্চলের আল কাতুফ কূপের কাছেও আরেকটি গ্যাসক্ষেত্রের উপস্থিতি পাওয়া যায়। অপর গ্যাসক্ষেত্রটি হলো হানিফা। এটিও রাব আল-খালিতেই অবস্থিত।

ক্রিমিয়াকে Crimean People's Republic ঘোষণা করা হয় ১৩ ডিসেম্বর ১৯১৭

ফ্রান্সে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট

৩০ জুন ২০২৪ ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফায় কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় ৭ জুলাই ২০২৪ দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি

কোনো দল বা জোট। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোটে বামপন্থিদের জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট সর্বাধিক ১৮২টি আসনে জয় পায়। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর মধ্যপন্থি জোট ইনসিবেল অ্যালায়েন্স ১৬৮টি আসনে জিতে দ্বিতীয় অবস্থান লাভ করে। অন্যদিকে প্রথম দফা ভোটে প্রথম হওয়া মারিন লু পেনের কট্টর-ডানপন্থি ন্যাশনাল র‍্যালি (RN) জোট রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। এ জোট পেয়েছে ১৪৩টি আসন। ফ্রান্সে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় ২৮৯টি আসন। তবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন পায়নি কেউই। এ অবস্থায় ইউরোপের শক্তিশালী এ দেশটিতে হতে যাচ্ছে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট। এর আগে ৯ জুন ২০২৪ আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেয় প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে ঝুলন্ত পার্লামেন্টের সৃষ্টি হয়। তখন দুই বা ততোধিক দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

RBI'র কারেন্সি সোয়াপ চালু

১৭ জুন ২০২৪ নিজস্ব মুদ্রা বিনিময়ের সংশোধিত কাঠামো চালুর কথা জানায় রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)। অবশ্য এজন্য RBI'র সঙ্গে সর্বাগ্রে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দ্বিপক্ষীয় সোয়াপ চুক্তি করতে হবে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) বা সার্কভুক্ত দেশগুলো— ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। RBI এ দেশগুলোকে কারেন্সি সোয়াপ সুবিধা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে ২০২৪-২০২৭ সাল পর্যন্ত সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য সংশোধিত কারেন্সি সোয়াপ চুক্তি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সুবিধা নেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় মুদ্রাকে সমর্থন জানালে সার্কভুক্ত দেশগুলো বিভিন্ন ছাড় পাবে। এছাড়া পৃথক সোয়াপ ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন ডলার ও ইউরোতে ২০০ কোটি ডলার অদলবদল চুক্তি বজায় রাখবে RBI। ১৫ নভেম্বর ২০১২ প্রথম সার্ক কারেন্সি সোয়াপ বা মুদ্রা বিনিময় সুবিধাটি চালু করে ভারত। এর উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সার্ক দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য সরবরাহের ভারসাম্য রক্ষা করা। ১১ জুলাই ২০২৩ প্রথমবারের মতো ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য শুরু হয় মার্কিন ডলারের পাশাপাশি রুপিতে। প্রথমে রুপিতে শুরু হলেও উভয় দেশের বাণিজ্য ব্যবধান কমে এলে বাংলাদেশি মুদ্রা টাকায়ও এ বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে।

সমুদ্রের ঝড় থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় উইন্ড টার্বাইন দিয়ে হ্যারিকেন বা সামুদ্রিক ঝড় থেকে বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহে 'ওশান এরু' নামের বিশাল প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করে চীনা কোম্পানি 'মিংইয়াং স্মার্ট এনার্জি', যা ক্যাটাগরি ৫ মাত্রার হ্যারিকেনের সময়ও বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম। সমন্বিতভাবে ১৬ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ যোগান দিতে পারবে এটি। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী গুয়াংঝুতে

চালু হওয়া এ টার্বাইনের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ৫৪,০০০ মেগাওয়াট, যা চীনের ৩০,০০০ পরিবারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট। ২০২০ সালে প্রথমে টার্বাইনটির ১০ ভাগের এক ভাগ আকারের একটি প্রোটোটাইপ পরীক্ষা করে কোম্পানিটি। আর মূল 'ওশেনএরু' প্ল্যাটফর্মটির কাজ শেষ হয় ২০২৪ সালের এপ্রিলে। আল্ট্রা-হাই-পারফরম্যান্স কংক্রিট দিয়ে নির্মিত এ মেগা প্ল্যাটফর্মটির ভর প্রায় সাড়ে ১৬,০০০ টন ও পানির নীচে এর গভীরতা ৩৫ মিটারের (১১৫ ফুটের) বেশি।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র

৮ জুলাই ২০২৪ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দেয় চীন। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়। এ সৌরবিদ্যুৎ প্রজেক্ট ছোট আকারের কোনো দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। আট গিগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ কেন্দ্রটির সক্ষমতা যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেকেরও বেশি। প্রায় ১,০০০ কোটি ডলারেরও বেশি খরচে উত্তর চীনের 'ইনার মঙ্গোলিয়া' অঞ্চলে হতে যাওয়া এ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে বেইজিং, তিয়ানজিন ও হেবেইয়ের সমন্বয়ে গঠিত শহুরে অঞ্চল 'জিং-জিন-জি'তে। এ সমন্বিত বিদ্যুৎপ্রকল্পে একটি চার গিগাওয়াটের বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, চার গিগাওয়াটের কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ও দুইশ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও থাকবে। পাশাপাশি আরও পাঁচ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থাও থাকবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিচালনা করবে চীনের 'থ্রি জর্জেস রিনিউএবলস গ্রুপ'। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হবে। চালু হতে পারে ২০২৭ সালের জুন মাসে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এক মরুভূমি অঞ্চলে দুই লাখ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত, যা আয়তনে নিউইয়র্ক শহরের সমান।

ক্রিমিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় ১৮ অক্টোবর ১৯২১

www.boimate.com

CamScanner

নতুন যুগে ইউক্রেন-EU'র সম্পর্ক

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাশিয়ার হামলার পরেই ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) যোগদানের আবেদন করে। ২৫ জুন ২০২৪ EU কমিশন সদস্যপদ নিয়ে ইউক্রেন ও মলদোভার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন দেশ লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া আগেই EU-তে যোগ দেয়। EU'র মানদণ্ডের দিকে এগোতে ইউক্রেনকে এখনো অনেক সংস্কার করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার শেষে ২০২৫ সালেই সদস্য হওয়ার পূর্ব শর্ত হিসেবে ৩৫টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে নতুন সদস্য গ্রহণ করার প্রক্রিয়া থাকলেও ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার হামলার পর বিষয়টি বাড়তি গুরুত্ব পায়।

মানবদেহে প্রথম বার্ড ফ্লু'র টিকা

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মানুষের দেহে বার্ড ফ্লুর টিকা দিবে ফিনল্যান্ড পশুদের সংস্পর্শে আসা কিছু কর্মীকে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে এ টিকা দেওয়া হয়। নর্ডিক দেশটি ১০,০০০ নাগরিকের জন্য এ টিকা কিনেছে

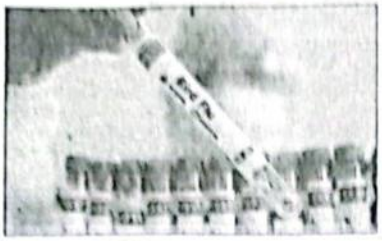

প্রতিটিতে দুইটি ইনজেকশন রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ ক্রয়ের অংশ হিসেবে ১৫টি দেশের জন্য ৪ কোটি ডোজ টিকা তৈরি করে অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি সিএসএল সিকিরাস। ফিনল্যান্ডই হবে প্রথম দেশ যার প্রথম এ টিকা দেয়। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সি যারা তাদের কাজ বা অন্যান্য পরিস্থিতিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের এ টিকা দেওয়া হবে। বার্ড ফ্লুর H5N1 স্ট্রেনে সংক্রমণে করোনার পরে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গরুসহ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এ ভাইরাস।

ফিলিস্তিন

ব্রাজিলের FTA চুক্তি

৯ জুলাই ২০২৪ ফিলিস্তিনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যের ঘোষণা দেয় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ক্ষমতাসীন সরকার বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (PA) সঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও হয়। এ চুক্তি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে আরও মজবুত করবে। বর্তমানে ফিলিস্তিনের সঙ্গে ব্রাজিলের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বাৎসরিক পরিমাণ ৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হলে এ পরিমাণ আরও বাড়বে। ফিলিস্তিনে শান্তি স্থাপনের জন্য এ চুক্তি খুব কার্যকর হবে। দেশটির রাজধানীতে একটি ফিলিস্তিনি দূতাবাস স্থাপনের অনুমতিও দেয়। ৫ জুলাই ২০২৪ লাতিন আমেরিকার বাণিজ্য ব্লক Mercosur'র ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি অনুমোদন করে। ব্রাজিল ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২০১০ সালে। ৭ অক্টোবর ২০২৩ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরুর পর থেকেই ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করে আসছে ব্রাজিলের বামপন্থি প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্য সিলভা। ২০২৪ সালের মে মাসে গাজায় অভিযান চালানোর প্রতিবাদে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও সেখানকার দূতাবাস থেকে নিজেদের দূত প্রত্যাহার করে নেয় তার নেতৃত্বাধীন সরকার।

জাতীয় ঐক্যের চুক্তি

গাজা উপত্যকাসহ পুরো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনে একটি চুক্তিতে উপনীত হয় দেশটির বড় দুই দল হামাস ও ফাতাহ। ২৩ জুলাই ২০২৪ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে যুদ্ধ শেষ হলে গাজা উপত্যকা শাসনে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের জন্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ফাতাহসহ অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে একটি চুক্তি করে হামাস। চলমান যুদ্ধ শেষ হলে এ চুক্তি অনুযায়ী, একতাবদ্ধ হয়ে গাজা শাসন করতে চা ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলো। বেইজিংয়ে ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলো আলোচনায় মধ্যস্থতা করেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। এ আলোচনা হামাসের মুসা আবু মারজুক ও ফাতাহর মাহমুদ আল-আলালসহ ১২ ফিলিস্তিনি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বীকৃতির প্রস্তাব নেসেটে বাতিল

১৮ জুলাই ২০২৪ ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে উত্থাপিত ফিলিস্তিনকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রস্তাব ৬৮-৯ ভোটে বাতিল হয়। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জোটের সঙ্গে যৌথভাবে ডানপন্থী দলগুলো পার্লামেন্টে এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব আনে। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬৮ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে পড়ে মাত্র ৯টি ভোট। মূলত লেবার, রা'আম ও হাদাশ তা'আল দলে আইনপ্রণেতারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। এর আগে ২০২৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে প্রত্যাখ্যান করে নেতানিয়াহু আনা একটি বিল পাস করে নেসেট। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর ২০২ ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালায় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠ হামাস। এরপর থেকে গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

www.boimate.com
CamScanner

মালি-নাইজার-বুরকিনা ফাসো কনফেডারেশন

৬ জুলাই ২০২৪ পশ্চিম আফ্রিকার তিন দেশ মালি, নাইজার ও বুরকিনা ফাসো কনফেডারেশন চুক্তি স্বাক্ষর করে। 'বৃহত্তর একীভূতকরণে'র লক্ষ্যে এক সম্মেলনে দেশ তিনটির সামরিক নেতারা এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কোনো দেশে বিদ্রোহ বা আগ্রাসনের কোনো ঘটনা ঘটলে পরস্পরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এতে। এ তিন দেশের নেতারা সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক সংগঠন ইকোনোমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটসের (ECOWAS) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই কনফেডারেশনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন নাইজারের নিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যোগ দেন নাইজারের নেতা জেনারেল আবদুরাহমানে তিয়ানি, মালির আসিমি গোইটা ও বুরকিনা ফাসোর ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ত্রাওর।

তুরস্কের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রযুক্তি ও উপাদানে তৈরি যোগাযোগ স্যাটেলাইট টার্কস্যাট ৬এ' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে তুরস্ক। ৯ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের প্যাড থেকে স্যাটেলাইটটি ফ্যালকন ৯ মডেলের একটি রকেটে করে উৎক্ষেপণ করা হয়। এ স্যাটেলাইটটির মোট ৮১% উপাদান এবং সফটওয়্যার সরবরাহ করেছে তুরস্ক। যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট টার্কস্যাট ৬এ-এর কাজ মূলত টেলি যোগাযোগ এবং টেলিভিশন সম্প্রচারে নির্বিঘ্ন করা।

সুইজারল্যান্ডে 'সুইসাইড ক্যাপসুল' চালু

সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো পুরোদমে চালু হবে 'সুইসাইড ক্যাপসুল' বা সারকো ক্যাপসুল। ২০২৪ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে চালু হবে এটি। খানিকটা ছোটো আকারের নভোযানের মতো দেখতে এ সারকো ক্যাপসুল। 'সারকো' শব্দটি মূলত ইংরেজি সারকোফ্যাগাসের সংক্ষিপ্ত রূপ, যার বাংলা অর্থ শবাধার। সুইজারল্যান্ডের 'ডক্টর ডেথ' নামে বিখ্যাত চিকিৎসক এবং অ্যানাসথেশিয়া বিশেষজ্ঞ ফিলিপ নিৎশে ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো সহজে পরিবহনযোগ্য এ ক্যাপসুলটি তৈরি করেন। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ক্যাপসুলের ভেতরে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু ঘটবে।

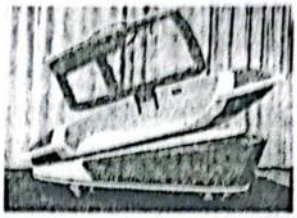

থাইল্যান্ডে ভিসামুক্ত প্রবেশ সুবিধা

সম্প্রতি ৯৩ দেশকে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা দেয় থাইল্যান্ড। ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন এক স্কিম অনুযায়ী, পর্যটকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে ৬০ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন। এর আগে ৫৭টি দেশের পাসপোর্টধারীরা থাইল্যান্ডে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা পেতেন। এবার পর্যটকদের আকৃষ্ট করতেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরবসহ ৯৩টি দেশের নাগরিকদের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা দেয় থাইল্যান্ড।

ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন

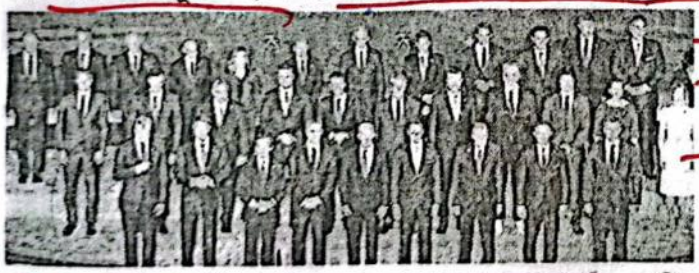

বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ৯-১১ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে সামরিক জোট ন্যাটোর বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩২ সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা অংশ নেন। উদীয়মান চীনের প্রভাব ঠেকাতে এশিয়ায় ন্যাটোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ১০ জুলাই ২০২৪ ন্যাটোর এবারের সম্মেলনের ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাপত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো—

- সদস্যদেশগুলো ইউক্রেনকে এ জোটের সদস্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থনের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয়।
- ইউক্রেনকে ২০২৬ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৪৩.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়।
- পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন হুমকির নিন্দা জানানো হয়। একই সাথে বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার ঘোষণার নিন্দা জানানো হয়।
- ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ত্র সহযোগিতা ও ইন্ধন জোগানোর জন্য ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়।
- রাশিয়ার মিত্র হিসেবে চীনকে ইউক্রেন যুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাশিয়াকে সক্ষমকারী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এছাড়া ইউরো-আটলান্টিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করে চলেছে। রাশিয়ার যুদ্ধ চেষ্টায় চীনকে সব ধরনের রাজনৈতিক ও সরঞ্জাম সহায়তা বন্ধ করতে আহ্বান জানানো হয়।
- চীনের মহাকাশ সক্ষমতা, পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি চীনকে আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর আহ্বান জানানো হয়।
- ইন্দো-প্যাসিফিকের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪

www.boimate.com
CamScanner

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

৫ নভেম্বর ২০২৪ বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন ঘিরে বড় দুই দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

রক্তাক্ত ট্রাম্প

১৩ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলারে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে গুলির ঘটনা ঘটে। গুলিতে

ট্রাম্প আহত হন। ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি করেন বিশ বয়স বয়স্ক থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। স্টেট ভোটার রেকর্ড অনুসারে ক্রুকস একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান ভোটার। হামলাকারী বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। তবে তিনি কেন ট্রাম্পকে হত্যা করতে চেয়েছেন তার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের মোট চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হামলায় নিহত হয়। তারা হলেন— আব্রাহাম লিংকন, জেমস এ গারফিল্ড, উইলিয়াম ম্যাককিনলে এবং জন এফ কেনেডি। ২০১১ সালে হোয়াইট হাউসে গুলি করে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। ২৩ জুলাই ২০২৪ ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যর্থতার জেরে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক কিম্বারলি চিটল পদত্যাগ করেন। সিক্রেট সার্ভিস বর্তমান ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে থাকে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পেলেন ট্রাম্প

৫ নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয় রিপাবলিকান পার্টি। ১৫-১৮ জুলাই ২০২৪ উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এবারের সম্মেলনে রিপাবলিকান পার্টির ২,৩৮৭ জন প্রতিনিধি তাঁর প্রতি সমর্থন জানায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জেডি ভ্যান্স রানিং মেট হবেন বলে ঘোষণা দেন ট্রাম্প। কিন্তু ২০২১ সালে ক্যাপিটল হিলের ঘটনার পর ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ হন তিনি।

ট্রাম্পকে আংশিক দায়মুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নেওয়া কিছু পদক্ষেপের জন্য বিচারের মুখোমুখি হওয়া থেকে রেহাই পান ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১ জুলাই ২০২৪ মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এ সিদ্ধান্ত জানায়। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টকে দায়মুক্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংবিধানের অধীন ট্রাম্প যেসব পদক্ষেপ নেয়, সেগুলোয় দায়মুক্তি পাবেন। সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপির ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগকে যে নির্দেশ ট্রাম্প দেন, তা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দাপ্তরিক কাজের মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া জো বাইডেনের জয়কে স্বীকৃতি না দিতে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে যে নির্দেশ দেন তা-ও তার সাংবিধানিক ক্ষমতার আওতায় ছিল। ক্যাপিটলের দিকে যাত্রা করতে ৬ জানুয়ারি সমর্থকদের প্রতি দেওয়া ট্রাম্পের নির্দেশও ছিল তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে।

সরে দাঁড়ালেন বাইডেন

২১ জুলাই ২০২৪ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একই সঙ্গে নতুন প্রার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রতি নিজের সমর্থন জানান। ৮১ বছর বয়সি বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি বয়সি প্রেসিডেন্ট। ২৭ জুন ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্পের সামনে ধরাশায়ী হন বাইডেন। এরপর ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতা তাকে প্রকাশ্যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থিতার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। ডেমোক্রেটিক পার্টির নিয়ম অনুসারে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেতে অন্তত ১,৯৭৬ জন ডেলিগেটের সমর্থন নিশ্চিত করতে হয়। কমলা হ্যারিস এরই মধ্যে দলের প্রায় ৪,০০০ ডেলিগেটের মধ্যে ১,৯৭৬ জনের সমর্থন পেয়েছেন। ১৯-২২ আগস্ট ২০২৪ শিকাগোয় ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রথম নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয় সাবেক ফার্স্ট লেডি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনকে।

ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থতায় বেলারুশে দ্বিতীয় 'মিনস্ক চুক্তি' হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

www.boimate.com
CamScanner

যুক্তরাজ্যের নতুন সরকার

৪ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৬৫০ আসনের পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৪ বছর পর যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় আসে লেবার পার্টি।

সাধারণ নির্বাচন ২০২৪

- আইনসভার নাম : পার্লামেন্ট
- নিম্নকক্ষ : হাউস অব কমন্স
- হাউস অব কমন্সের সদস্য সংখ্যা : ৬৫০ জন
- আসন বিন্যাস : ইংল্যান্ডে ৫৩৩, স্কটল্যান্ডে ৫৯, ওয়েলসে ৪০ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে ১৮টি।

প্রাপ্ত আসন	
লেবার পার্টি	৪১১
কনজারভেটিভ পার্টি	১২১
লিবারেল ডেমোক্রেটস	৭২
স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (SNP)	৯
অন্যান্য	৩৭

লেবার পার্টি

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ প্রতিষ্ঠিত হওয়া লেবার পার্টি বা শ্রমিক দলের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। ঐতিহ্যবাহী দলটি ১৯২৩ সালের পর থেকেই হয় সরকার গঠন করেছে না হয় প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব পেয়েছে। ২২ জানুয়ারি ১৯২৪ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড লেবার পার্টি থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৭৯ সালের পর ১৮ বছর ক্ষমতার বাইরে ছিল লেবার পার্টি। টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে দীর্ঘদিনের সেই জয়ের খরা ঘুচিয়ে ছিল দলটি। টনি ব্লেয়ারের পদত্যাগের পর ২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান গর্ডন ব্রাউন। যিনি পদে ছিলেন ১১ মে ২০১০ পর্যন্ত। ব্রাউনই ছিলেন লেবার পার্টির ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, ৫ জুলাই ২০২৪ লেবার পার্টির সপ্তম প্রধানমন্ত্রী হন কিয়ের স্টারমার।

আইনজীবী থেকে প্রধানমন্ত্রী

২ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন কিয়ের স্টারমার। স্কটিশ খনিশ্রমিক লেবার পার্টির নেতা কিয়ের হার্ডির নামানুসারে তার নাম রাখা হয়। ১৬ বছর বয়সে লেবার পার্টির স্থানীয় যুব শাখায় যোগ দেন কিয়ের স্টারমার। লিডস ও অক্সফোর্ডে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি চাকরি করেন। ২০১৪ সালে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। আইনজীবী হিসেবে বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের পর রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তিনি। ৭ মে ২০১৫ তিনি প্রথম পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। অভিবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকলাপ নজরে রাখার জন্য স্টারমারকে 'শ্যাডো হোম সেক্রেটারি' (ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে ৬ অক্টোবর ২০১৬ স্টারমারকে 'শ্যাডো ব্রেক্সিট মন্ত্রী' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ৪ এপ্রিল ২০২০ লেবার পার্টির নেতা হন। ৫ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যের ৫৮তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ের স্টারমার দায়িত্বগ্রহণ করেন।

প্রথম নারী মুসলিম বিচারমন্ত্রী

৫ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে দায়িত্ব পান ব্যারিস্টার শাবানা মাহমুদ। তার আগে এ মন্ত্রণালয়ের একমাত্র নারী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। শাবানা মাহমুদ পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ-কাশ্মীর বংশোদ্ভূত।

প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী

৫ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন র‍্যাচেল রিভস। যুক্তরাজ্য সরকারের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দেশটির অর্থমন্ত্রী। যুক্তরাজ্যে অর্থমন্ত্রীর পদের নাম Chancellor of the Exchequer। দক্ষিণ লন্ডনে বেড়ে ওঠা র‍্যাচেল ২০১০ সালে লিডস ওয়েস্ট থেকে প্রথমবার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

মন্ত্রিসভায় বঙ্গকন্যা

টিউলিপ সিদ্দিক

রুশনারা আলী

প্রথম ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হিসেবে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান করে নেন দুই বঙ্গকন্যা। এরা হলেন— রুশনারা আলী এমপি ও টিউলিপ সিদ্দিক এমপি। ৯ জুলাই ২০২৪ মন্ত্রিসভায় রুশনারা আলীকে গৃহায়ণ, কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি এবং টিউলিপ সিদ্দিককে ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্যের সরকার কাঠামোয় তাদের এ অবস্থানকে 'জুনিয়র মিনিস্টার' বলা হয়। বাংলাদেশের সরকার কাঠামোয় তারা প্রতিমন্ত্রী সমমানের।

রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয় ১৮ মার্চ ২০১৪

www.boimate.com
CamScanner

Sultana's Dream

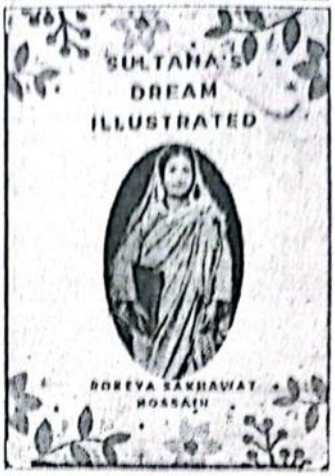

গ্রন্থের নাম : Sultana's Dream
লেখক : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
প্রকাশ : ১৯০৫ সালে
প্রকাশক : লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানি

ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা Sultana's Dream বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ধ্রুপদি নারীবাদী কল্পকাহিনির অংশ। ১৯০৫ সালে তিনি The Indian Ladies' Magazine এ মিসেস আর এস হোসেন নামে Sultana's Dream নামে ইংরেজি ভাষায় প্রথম এ স্বল্পায়তন আখ্যানটি রচনা করেন। ১৯০৮ সালে Sultana's Dream পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতার ৫৪ কলেজ স্ট্রিট থেকে এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানি প্রকাশিত ৩৮ পৃষ্ঠার এ বইয়ের মূল্য ছিল ৪ আনা। এরপর বেগম রোকেয়া নিজেই কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উপন্যাসিকাটি 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯২২ সালে উপন্যাসিকাটি 'মতিচূর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৮ মে ২০২৪ UNESCO-রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কল্পকাহিনি Sultana's Dream কে বিশ্ব প্রমাণ্য ঐতিহ্য (Memory of the World) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসিকায় কেবল নারীর ক্ষমতায়নই নয়, রয়েছে সূর্যের আলো ও তাপ, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, বিমানে আকাশ ভ্রমণ এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির প্রসার। 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটিতে নারী প্রগতির পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তির প্রয়োগ রয়েছে, যে যুগে মেয়েরা মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষাই পেত না সে যুগেই চোস্ত ইংরেজিতে রচিত গল্পটিতে একটি শান্তিবাদ পরিলক্ষিত হয়- যুদ্ধ না, যুক্তি-বিদ্যা-বুদ্ধিই নারীস্থানের প্রেরণা।

গ্রন্থ সংক্ষেপ

রোকেয়ার এ উপন্যাস একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া। যেখানে পুরুষরা অন্তঃপুরবাসী ও নারীরা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কর্ণধার। স্বপ্নে লেখিকার সাথে বন্ধু সিস্টার সারা'র কথোপকথন এবং লেডি-ল্যান্ড বা নারীস্থান নামের দেশটি ভ্রমণ করেছে। সেই দেশে পথে-ঘাটে কোনো পুরুষ নেই, কারণ তাদেরকে পর্দার আড়ালে, 'পুরুষ-মহলে' আবদ্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে দেশে কোনো অপরাধ নেই, মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কাজ করতে পারে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানই সব সমস্যার সমাধান, এ মতবাদে বিশ্বাসী রাজ্যের রানীর উৎসাহ ও আদেশে মেয়েদের জন্য অসংখ্য স্কুল ও দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। একটিতে সূর্যালোক ও সূর্যতাপের গবেষণা এবং নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে ঘরবাড়ি আলোকিত এবং রান্নার কাজ সহজ করা হলো। অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি পানি-বেলুন নির্মাণ করে আকাশ থেকে পানি সংগ্রহ ও সঞ্চিত করে প্রয়োজনে দেশকে খরার হাত থেকে দেশ বাঁচিয়ে পর্যাপ্ত কৃষি-ফলন বাড়াল। সত্যবাদিতা, ভালোবাসা ও মানবতাই সেই দেশের ধর্ম। পুরুষদের কীভাবে গৃহবন্দি করা হলো? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বিরোধ দেখা দিলে কৌশলের পরিবর্তে ক্ষমতার অধিকারী পুরুষরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে করে দেশকে সক্ষম-পুরুষ-শূন্য করে দিল। এবার মেয়েরা এগিয়ে আসল। ওরা যেহেতু অচেনা পুরুষের সামনে আসবে না, রয়ে যাওয়া পুরুষদের ঘরের ভেতরে ঢুকে থাকতে বলা হলো। মহিলা বিজ্ঞানীরা তখন 'ঘনীভূত সূর্যালোক'কে শত্রুসেনাদের ওপর বর্ষণ করলে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু একটিও প্রাণসংহার হলো না। নারীস্থানটি একটি ইউটোপিয়ান বা আদর্শ সমাজে পরিণত হয় যেখানে কেউ কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না।

বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলি

I বেগম রোকেয়ার কোন গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর'র সহকারী পরিচালক ২০১৪]

ক মতিচূর খ সুলতানার স্বপ্ন
গ পদ্মরাগ ঘ অবরোধবাসিনী

I 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি কার রচনা? [NSI'র জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০১৯]

ক তসলিমা নাসরিন খ বেগম রোকেয়া
গ সুফিয়া কামাল ঘ রাবেয়া খাতুন

সাহিত্যিক পরিচিতি

- **জন্ম ➤** ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ ➤** মতিচূর, (১ম খণ্ড ১৯০৪; ২য় খণ্ড ১৯২২) অবরোধবাসিনী (১৯৩১) : নকশাধর্মী • **উপন্যাস ➤** সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫), পদ্মরাগ (১৯২৪)।
- **গল্প/প্রবন্ধ ➤** পিপাসা, স্ত্রী-জাতির অবনতি, নিরীহ বাঙালি, অর্ধাঙ্গী, গৃহ, বোরকা, জ্ঞান-ফল, নারী-সৃষ্টি, মুক্তি-ফল, চাষার দুক্ষু, পরী-ঢিবি, প্রেম রহস্য, পয়ত্রিশ মন খানা প্রভৃতি।
- **পত্রিকা ➤** নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, ভারত মহিলা, আল-এসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Mussalman, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।
- **মৃত্যু ➤** ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২।

রাশিয়া দ্বিতীয় মিনস্ক চুক্তি ভেঙে দেয় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

www.boimate.com
CamScanner

সরকারি চাকরিতে মেধায় নিয়োগ ৯৩%

২৩ জুলাই ২০২৪ সরকারি চাকরির নিয়োগে সব গ্রেডে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে কোটা

- ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ : নির্বাহী আদেশে Interim Recruitment rules এর আওতায় সরকারি চাকরিতে প্রথম কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়। এ আদেশে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, জেলা ৪০%, যুদ্ধবিধ্বস্ত নারী ১০% এবং মেধায় ২০% কোটা নির্ধারণ করা হয়।
- ৮ এপ্রিল ১৯৭৬ : কোটা পদ্ধতিতে সংশোধনী আনা হয়। সে সময় মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ বাড়িয়ে করা হয় ৪০%, মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, নারী ১০%, নির্যাতিত নারী ১০% আর জেলা কোটা ১০% নির্ধারণ করা হয়।
- ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৬ : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-গেজেটেড কর্মকর্তা পদের সরকারি চাকরিতে কোটা আরোপ করা হয়।
- ২৮ এপ্রিল ১৯৮৫ : মেধা কোটা বাড়িয়ে করা হয় ৪৫% আর মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, নারী ১০%, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৫% ও জেলা কোটা ১০% নির্ধারণ করা হয়।
- ১৭ মার্চ ১৯৯৭ : পরিপত্র জারি করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র ও কন্যার ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা বলবৎ করা হয়।
- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ : মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সম্ভব না হলে উক্ত পদগুলো খালি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সাথে জেলা কোটার পদ জেলা থেকে পূরণ করা সম্ভব না হলে জাতীয় মেধা তালিকা হতে পূরণ করার নির্দেশ জারি করা হয়।
- ১৬ জানুয়ারি ২০১১ : পরিপত্র জারি করে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র বা কন্যা সন্তান না পাওয়া গেলে মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিকে আওতাভুক্ত করা হয়।
- ১২ জানুয়ারি ২০১২ : পরিপত্র জারির মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা বরাদ্দ রাখা হয়। একই সাথে বলা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা থেকে ১% যোগ্য শারীরিক প্রতিবন্ধী দ্বারা পূরণ করা হবে।
- ৪ অক্টোবর ২০১৮ : কোটাবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯ম-১৩ তম গ্রেড পর্যন্ত কোটাপদ্ধতি বাতিল করে।
- ৬ ডিসেম্বর ২০২১ : ৯ম-১৩ তম গ্রেডে ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফিরে পাবার জন্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়।
- ৫ জুন ২০২৪ : বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন।
- ২১ জুলাই ২০২৪ : কোটা বিরোধী আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটা রাখার পক্ষে রায় দেন। তবে সরকারের নির্বাহী বিভাগ চাইলে নির্ধারিত কোটা বাতিল, সংশোধন বা সংস্কার করতে পারবে।
- ২৩ জুলাই ২০২৪ : সরকারি চাকরির নিয়োগে সব গ্রেডে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

কোটা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি			তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি		
ক্যাটাগরি	পূর্বে	বর্তমানে	ক্যাটাগরি	পূর্বে	বর্তমানে
মেধা	৪৫%	৯৩%	মেধা	—	৯৩%
মুক্তিযোদ্ধা	৩০%	৫%	মুক্তিযোদ্ধা	৩০%	৫%
নারী	১০%	—	নারী	১৫%	—
জেলা কোটা	১০%	—	অনাথ ও প্রতিবন্ধী	১০%	১%
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	৫%	১%	জেলা কোটা	৩০%	—
প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ	১%*	১%	আনসার ও ভিডিপি সদস্য	১০%	—
			ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	৫%	১%

* বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোটায় পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে না সে কোটা থেকে পূরণ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট পুতিন রাশিয়া ও ইউক্রেনকে 'এক জাতি' বলে ঘোষণা দেন ২০২১ সালের জুলাইয়ে

সরকারি চাকরির গ্রেড

চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী, 'আপাতত বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোনো বিধি-বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, কর্মচারীগণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে বিভাজনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনস্কেলের গ্রেডভিত্তিক পরিচিত হবেন। এ নির্দেশনা অনুযায়ী, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পরিবর্তে ২০টি গ্রেডের উল্লেখ করা হয়। জনপ্রশাসনে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৯,১৬,৫১৯টি। এর বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১৪,৪০,৫১৮ জন। অন্যদিকে সরকারি চাকরিতে ৪,৭৩,০০১টি পদ শূন্য রয়েছে। [সূত্র : সরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, ২০২৩।]

শ্রেণি	গ্রেড	কর্মরত	শূন্য	মোট
প্রথম	১-৯	১,৯০,৯২৮	৬৫,৮৯৮	২,৫৬,৮২৬
দ্বিতীয়	১০-১৩*	২,২৯,৩৭৭	১,৩১,৯১১	৩,৬১,২৮৮
তৃতীয়	১৩**-১৬	৬,২০,৯৭২	১,৪৪,৬৫৪	৭,৬৫,৬২৬
চতুর্থ	১৭-২০	৩,৯৩,৫৩৮	১,২৫,২৪৫	৫,১৮,৭৮৩
ও অন্যান্য	–	৮৭০৩	৫,২৯৩	১৩,৯৯৬

* যে সকল পদ ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা সম্পন্ন বলে সরকারি আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সৃষ্টি করা হয়েছে।
** যে সকল পদ গেজেটেড পদমর্যাদা সম্পন্ন বলে সরকারি আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সৃষ্টি করা হয়নি।

কোটার নতুন প্রজ্ঞাপন

২৩ জুলাই ২০২৪ সরকার সমতার নীতি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিনিধিত্ব লাভ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরিতে/ কর্মে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল গ্রেডে নিম্নরূপভাবে কোটা নির্ধারণ করে।

ক. মেধাভিত্তিক ৯৩%
খ. মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫%
গ. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ১%
ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১%

২। নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা হইতে পূরণ করা হবে।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-১ শাখা এর বিগত ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের পরিপত্র নং ০৫.০০.০০০০.১৭০,১১.০৭.১৮-২৭৬ সহ পূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সকল পরিপত্র/ প্রজ্ঞাপন/ আদেশ/ নির্দেশ/ অনুশাসন রহিত করা হয়।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কোটা

কোটা ব্যবস্থা হলো ভিন্ন জনগোষ্ঠী, লিঙ্গ, ভাষা বা অন্যান্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজকে সংগঠিত করার একটি ধারণা। 'কোটা' (Quota) ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ Proportional Share, বাংলায় অর্থ আনুপাতিক অংশ। কোটা শব্দটি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ হিসেবে ব্যবহারের ফলে এটি এখন একটা প্রচলিত বাংলা শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলায় কোটা বলতে আমরা আনুপাতিক অংশ বা নির্দিষ্ট ভাগ বুঝলেও আক্ষরিকভাবে আমরা সব সময় বলনে ও লিখনে কোটা শব্দটিকেই ব্যবহার করে আসছি।

কোটার প্রকার

কোটার ধারণাটি ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় এর প্রকার নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে মোটাদাগে শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ও রাজনীতিতে কোটা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার ব্যবহার আছে। সেটা নির্ভর করে উদ্দেশ্য, প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও লক্ষ্যের উপর। বিশেষ এই সুবিধাকে স্থানভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যা দেওয়া হয়। কোথাও একে 'রিজার্ভেশন সিস্টেম' বলা হয়। কোথাও আবার 'অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন' বা 'পজিটিভ অ্যাকশন' নামেও পরিচিত। তবে সাধারণভাবে একে 'কোটা পদ্ধতি' হিসেবেই ধরা হয়।

■ কোটার একাল-সেকাল

কোটা ব্যবস্থা কবে কোথায় এ ধারণার উৎপত্তি, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে বিশ্বের প্রাচীন সকল সভ্যতাতেই নির্দিষ্ট কারও জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হতো। প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোটা পদ্ধতি বা ব্যবস্থারও শুরু হয়। শুরুতে এ পদ্ধতি ছিল সমাজের সুবিধাভোগী অংশের জন্য। মিসরের ফারাওদের শাসনামলে প্রশাসনিক একাধিক পদে কোটা ছিল নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের জন্য। এছাড়া ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক কোটা ব্যবস্থাও ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরোহিত, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা কোটা ছিল। তবে সেই কোটা পদ্ধতির আধুনিকায়ন হয় বর্তমান মহারাষ্ট্রের কোলাপুর রাজ্যের মহারাজা ছত্রপতি সাহুর হাত ধরে। তিনি অ-ব্রাহ্মণ ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য প্রথম কোটা পদ্ধতিতে সংস্কার করেন। ১৯১৮ সালে প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে কোটার আনুষ্ঠানিক প্রচলন শুরু হয়। সিভিল সার্ভিসে ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় ভারতীয়দের জন্য আলাদা কোটার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমানদের জন্যও আলাদা কোটা রাখা হয়। পাকিস্তান আমলে পিছিয়ে পড়া পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মানুষদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চালু করা হয় প্রদেশভিত্তিক কোটা।

পুতিন দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল দু'টিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

www.boimate.com
CamScanner

ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ [পর্ব-২]

৪ এপ্রিল ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো ব্যাংক একীভূতকরণের জন্য ব্যাংক-কোম্পানি একত্রীকরণের অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করে। এ প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক ব্যাংক ব্যবস্থার নানা তথ্য নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে মুঘল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ব্যাংক ব্যবস্থা।

মুঘল আমল

মুঘল আমলে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল না, তবে ব্যাংক ও ব্যাংকার ছিলেন। মুঘল শাসনাধীন সময়ে মূল্যবান স্বর্ণ মুদ্রা অর্থের কারবারিদেরকে অর্থ ব্যবসায়ে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণে নতুন প্রবর্তিত অর্থব্যবসায় স্থানীয় কিছু পরিবার যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে। তার মধ্যে জগৎশেঠ পরিবারই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে সময় ওই পরিবারের ঢাকা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে অর্থব্যবসার শাখা ছিল। মুঘল শাসকরা এসব পারিবারিক অর্থ ব্যবসাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে তাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতেন। এছাড়াও জমিদারগণ অনাদায়ি রাজস্বও পারিবারিক ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের কোষাগারে প্রেরণ করতেন। মুঘল আমলে বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যাংকার হতে শুরু করে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মহাজন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোক নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী, টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যবসা করত। ১৭০০ সালে ভারতের কলকাতায় হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পাকিস্তান আমল

দেশভাগের পরের বছর অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ পাকি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সা ডিসেম্বরে দ্য ব্যাংকিং কোম্পানিজ (কন্ট্রোল) অ্যাক্ট হয়। এরপরে ৯ নভেম্বর ১৯৪৯ ন্যাশনাল ব্যাংক পাকিস্তান নামে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ ক পাকিস্তানে সর্বমোট ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যরত যার মধ্যে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে শুধু ন্যাশনাল ব অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক এবং অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাং একটি করে শাখা ছিল। ওই সময়ে দি ইউনাইটেড ব্য ইউনিয়ন ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এবং কমার্স ব্যাংক ন চারটি পাকিস্তানি ব্যাংক ১৯৫৯-১৯৬৫ সময়ব বাংলাদেশ অঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে। পাকিস্তানের নাগরিকদের মালিকানাধীন ঢাকায় প্র কার্যালয়সহ মাত্র ২টি ব্যাংক ছিল। ব্যাংক দু'টি ই মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড যা বর্তমানে পূবালী ব পিএলসি এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটে বর্তমানে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি। এ ব্যাংক দু'টি প্রতি হয় যথাক্রমে ১৯ মে ১৯৫৯ এবং ২৮ জানুয়ারি ১৯

ব্রিটিশ আমল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি দখলের পর থেকে জগৎশেঠ পরিবারসহ তৎক অর্থ ব্যবসায়ী তথা ব্যাংকারদের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ব্যাংকারদের এ ভঙ্গুর দশার কারণে অভ্য ও বহির্বাণিজ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইংরেজদের উদ্যোগে 'ইংলিশ এজেন্সি হাউস' প্রতিষ্ঠিত ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ব্যাংক' ছিল ভারতে ব্রিটিশ আশীর্বাদপুষ্ট প্রথম আধুনিক ব্যাংক। 'ঢাকা ব্য বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক যা ১৮০৬ সালে কার্যক্রম শুরু করে। ১৮৬২ সালে ব্যাংক কিনে নিয়ে বেঙ্গল ব্যাংক এ অঞ্চলে তার প্রথম শাখা খোলে। এরপর অবিভক্ত ভারতে ১৮০৬ সালে ব অব ক্যালকাটা, ১৮৪০ সালে ব্যাংক অব বোম্বে এবং ১৮৪৩ সালে ব্যাংক অব মাদ্রাজ নামে ৩টি প্রেসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল ব্যাংকের সমন্বয়ে ১৯২১ সালে দ্য ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত ১৮৮১ সালে ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১ এপ্রিল ১ ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বি পূর্বপর্যন্ত এটি ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

জানেন কি

- ১৭৭০ সালে কলকাতায় ভারতবর্ষের বাংলায় প্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। মেসার্স আলেক্সজেন্ডার অ্যান্ড কোম্পানির একটি সিস্টার কনসার্ন হিসেবে 'হিন্দুস্তান ব্যাংক' নামে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৩১ মার্চ ১৮৩২ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম আধুনিক ব্যাংক ছিল 'ঢাকা ব্যাংক' (বর্তমান ঢাকা ব্যাংক নয়)। ১৮৪৬ সালে ঢাকায় এর সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- বাঙালির উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল লিমিটেড যা বর্তমানে পূবালী ব্যাংক পিএ
- বাংলার প্রথম বেসরকারি ব্যাংক প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা দ্বারকানাথ ঠ ইউনিয়ন ব্যাংক। ১৮২৯ সালে ই ব্যাংক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু করে।

রাশিয়া ইউক্রেনে Special Military Operation নামে সামরিক অভিযান শুরু করে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০

www.boimate.com

CamScanner

পারমাণবিক বোমা হিরোশিমা-নাগাসাকি ট্র্যাজেডি

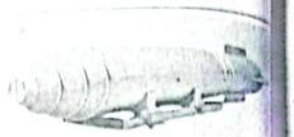

মানব সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম শক্তিশালী অস্ত্র পারমাণবিক বোমা। মানুষ, অবকাঠামো, প্রাকৃতিক পরিবেশকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি এর দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাসন পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ভয়ানক প্রভাব ফেলে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিস্ফোরণের প্রভাব আজও রয়ে গেছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ইতিহাস নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন।

পারমাণবিক বোমা

পারমাণবিক বোমা হলো বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বোমা। এতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯ ব্যবহার করা হয়। এটম বোমা বা পারমাণবিক বোমা নামে পরিচিত বোমায় ফিশন প্রক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এখন পর্যন্ত ২টি পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে।

বোমার পরীক্ষা

১৬ জুলাই ১৯৪৫ নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে প্রথমবার পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বে এটি পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার। এ পরীক্ষা কার্যক্রমের কোড নাম ছিল 'ট্রিনিটি'।

দেশভিত্তিক পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা ও বোমার সংখ্যা

দেশ	প্রথম বিস্ফোরণ	মোতায়েন	সংরক্ষিত	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	১৬ জুলাই ১৯৪৫	১,৭৭০	১,৯৩৮	৩,৭০৮
রাশিয়া	২৯ আগস্ট ১৯৪৯	১,৭১০	২,৬৭০	৪,৩৮০
যুক্তরাজ্য	৩ অক্টোবর ১৯৪৯	১২০	১০৫	২২৫
ফ্রান্স	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০	২৮০	১০	২৯০
চীন	১৬ অক্টোবর ১৯৬৪	২৪	৪৭৬	৫০০
ভারত	১৮ মে ১৯৭৪	—	১৭২	১৭২
পাকিস্তান	২৮ মে ১৯৯৮	—	১৭০	১৭০
উত্তর কোরিয়া	৯ অক্টোবর ২০০৬	—	৫০	৫০
ইসরায়েল	—	—	৯০	৯০

পারমাণবিক সাবমেরিন

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী নৌযান হিসেবে বিবেচনা করা হয় পরমাণু শক্তিচালিত ডুবোজাহাজকে (সাবমেরিন)। বর্তমানে বিশ্বে ছয়টি দেশের নৌবাহিনীর কাছে পারমাণবিক সাবমেরিন রয়েছে। দেশগুলো হলো— যুক্তরাষ্ট্র ৬৭টি, রাশিয়া ৩১টি, চীন ১২টি, যুক্তরাজ্য ১০টি, ফ্রান্স ৭টি ও ভারত ১টি।

বোমার জনক

পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক রবার্ট ওপেনহাইমার। তিনি ২২ এপ্রিল ১৯০৪ নিউইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির পরিচালক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ১৯৪৩-১৯৪৫ সালের মধ্যে পারমাণবিক বোমা নি... কাজ করেন। তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯... যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন নিউজার্সিতে মৃত্যুবরণ করেন। মার্কিন এ বিজ্ঞানীকে নিয়ে এক... চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ক্রিস্টোফার নোলান। চলচ্চিত্রটির নাম 'ওপেনহাইমার'।

CTBT

সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে যাবতীয় পারমাণবিক পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা-বিষয়ক সমন্বিত চুক্তি Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)। ২৫ আগস্ট ১৯৯৬ অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে CTBT উত্থাপন করে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সাধারণ পরিষদে চুক্তিটি গৃহীত হয়। চুক্তিটি কার্যকরের জন্য ৪৪টি দেশের স্বাক্ষর ও অনুমোদন বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন না করায় এটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

PTBT

৫ আগস্ট ১৯৬৩ মস্কোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তি Partial Test Ban Treaty (PTBT) স্বাক্ষরিত হয়। ১০ অক্টোবর ১৯৬৩ চুক্তিটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ চুক্তির মূল কথা দুটি। প্রথম ভূ-পৃষ্ঠে, মহাশূন্যে বা সমুদ্র তলদেশে কোনো প্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করা যাবে না এবং দ্বিতীয়ত শুধু ভূ-গর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো যাবে।

NPT

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিটির সংক্ষিপ্ত নাম Non-Proliferation Treaty (NPT)। এ চুক্তিটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য পারমাণবিক অস্ত্র ও প্রযুক্তির বিস্তার রোধ এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা বৃদ্ধি। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাক্ষরের জন্য ১ জুলাই ১৯৬৮ চুক্তিটি উন্মুক্ত করা হয় এবং ৫ মার্চ ১৯৭০ চুক্তিটি কার্যকর হয়। ৩১ আগস্ট ১৯৭৯ বাংলাদেশ এটি অনুমোদন করে।

চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইউক্রেনের প্রিপিয়াত নদীর পাশে অবস্থিত

হিরোশিমা-নাগাসাকি ট্র্যাজেডির আদ্যন্ত

৬ ও ৯ আগস্ট সভ্যতার দুই কালো দিবস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালের এ দুই দিনে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত হয় অভিশপ্ত দুই পারমাণবিক বোমা। সভ্যতার গায়ে কলঙ্ক এঁকে দেওয়া এ দুষ্কর্মের মহানায়ক যুক্তরাষ্ট্র। নিছক ক্ষমতা আর শক্তি প্রমাণের নির্লজ্জ মহড়ায় মানবেতিহাসের এ ঘৃণ্য উদাহরণ সৃষ্টি করে।

■ হিরোশিমা দিবস

জাপানের রাজধানী টোকিও'র দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬৮০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত শহর হিরোশিমা। ৬ আগস্ট ১৯৪৫ মানবেতিহাসের পারমাণবিক বোমার প্রথম শিকার হয় এ শহরটি। প্রশান্ত মহাসাগরের তিনিয়ান দ্বীপের মার্কিন বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে আসা 'এনোলা গে' নামের বোমারু বিমান বি-২৯ থেকে নিক্ষিপ্ত 'লিটল বয়' নামের অভিশপ্ত পরমাণু বোমার আঘাতে মানবহীন, প্রাণহীন এক বেদনার্ত বিরানভূমিতে পরিণত হয় হিরোশিমা। হিরোশিমার মাটি থেকে প্রায় ২,০০০ ফুট উপরে থাকা অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়।

■ নাগাসাকি দিবস

জাপানের কিউসু দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে অংশে অবস্থিত একটি ব্যস্ত শহর নাগাসাকি। হিরোশিমার মতো ৯ আগস্ট ১৯৪৫ একইভাবে পরমাণু হামলার শিকার হয় নাগাসাকি। হামলার প্রাথমিক লক্ষ্য 'কোকুরা' শহর থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে 'বক্সকার' (Bockscar) নামের মার্কিন বোমারু বিমান বি-২৯ তার গতিপথ পরিবর্তন করে নাগাসাকিতে চলে আসে। নাগাসাকির আকাশে বিস্ফোরিত হয় 'ফ্যাটম্যান' নামের দ্বিতীয় পরমাণু বোমা। ভূমি থেকে প্রায় ২৯,০০০ ফুট উপরে বিস্ফোরিত হয়। বন্দরনগরী নাগাসাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে পরিচিত ছিল। কারণ যুদ্ধের অধিকাংশ সরঞ্জাম এ নাগাসাকিতেই তৈরি হতো।

■ লিটলবয়

লিটল বয় হচ্ছে এক ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের সাংকেতিক নাম। লিটল বয় ৬৪ কিলোগ্রাম (১৪১ পাউন্ড) উচ্চ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ধারণ করে, যদিও এক কিলোগ্রামেরও কম পারমাণবিক বিভাজন হয়। এটা ছিল বন্দুক টাইপ ফিশন অস্ত্র। এটি ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পারমাণবিক বিভাজন থেকে বিস্ফোরক শক্তি অর্জন করে। এটির ওজন ৯,৭০০ পাউন্ড (৪,৪০০ কেজি), দৈর্ঘ্য ১০ ফুট (৩.০ মি) ও ব্যাস ছিল ২৮ ইঞ্চি (৭১ সেমি)।

■ ফ্যাট ম্যান

ফ্যাটম্যান আণবিক বোমার সাঙ্কেতিক নাম। ফ্যাট ম্যান একটি কঠিন প্লুটোনিয়াম কোর সহ একটি ইমপ্লোশন টাইপ পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। বোমাটির ক্ষমতা ছিল ৮৮ টেরাজুল বা ২১ কিলোটন TNT। ওজন ছিল ১০,২১৩ পাউন্ড (৪,৬৩৩ কেজি), দৈর্ঘ্য ১০.৭ ফুট (৩.৩ মি) ও ব্যাস ছিল ৫ ফুট (১.৫ মি)। জাপানে 'ফ্যাট ম্যান' নিক্ষেপের পর বিস্ফোরণ স্থলের উষ্ণতা ৩০০,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় এবং নিচের ভূমিতে এর তাপমাত্রা ৪০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায়।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির দুঃসহ স্মৃতির স্মরণে দুই শহরেই বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক স্থাপনা ও প্রতীক। তারই কয়েকটি তুলে ধরা হলো নিম্নে—

- **পিস মেমোরিয়াল মিউজিয়াম :** হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কের মধ্যে অবস্থিত। স্থাপত্যবিদ কেনজো টাঙ্গের নকশায় ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **অ্যাটমিক বোম্ব ডোম :** হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কেরই একটি অংশ। ১৯৯৬ সালে এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **পিস মেমোরিয়াল পার্ক :** হিরোশিমায় অবস্থিত। এটি ১ এপ্রিল ১৯৫৪ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিহতদের স্মরণ ছাড়াও বিশ্ব শান্তির আহ্বানেও স্থাপনা করা হয় এটি।

পিস মেমোরিয়াল পার্ক

- **চিলড্রেন্স পিস মনুমেন্ট :** হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তার কারণে রক্তের দুরারোগ্য ক্যান্সারে ১০ বছর ভুগে ভুগে মৃত্যু হয় প্রাণোচ্ছল শিশু সাদাকো সাসাকির। তারই স্মৃতি রক্ষার্থে তার স্কুলের বন্ধুরা নির্মাণ করে 'চিলড্রেন্স পিস মনুমেন্ট'। একে অনেকে 'টাওয়ার অব থাউজেন্ড ক্রেইনস' নামেও ডাকেন।
- **নাগাসাকি পিস পার্ক :** এ পার্কে রয়েছে ভাস্কর শেইবো কিতামুরার নকশায় স্থাপিত পিস স্ট্যাচু। ১০ মিটার উচ্চতার এ স্ট্যাচু ১ এপ্রিল ১৯৫৫ খুলে দেওয়া হয়। এখানে রয়েছে নাগাসাকি অ্যাটমিক বোম্ব মিউজিয়াম।
- **'ওরে বিহঙ্গ মোর' :** ২৮ মে ২০২৪ জাপানের নাগাসাকি শহরের পিস পার্কে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত শান্তি স্মৃতিস্তম্ভ 'ওরে বিহঙ্গ মোর' উদ্বোধন করা হয়। স্থপতি অনিন্দ্য পণ্ডিতের নকশায় ৩ মিটার উঁচু এ স্মৃতিস্তম্ভটি কালো গ্রানাইট ও সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত।

চেরনোবিল নিউক্লিয়ার প্লান্টে দুর্ঘটনা ঘটে ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬

www.boimate.com
CamScanner

মহাদেশীয় দুই চ্যাম্পিয়ন

কোপা আমেরিকা ২০২৪

আয়োজন : ৪৮তম। আয়োজক : South American Football Confederation (CONMEBOL)। সময়কাল : ২০ জুন-১৪ জুলাই ২০২৪। স্বাগতিক : যুক্তরাষ্ট্র। ভেন্যু : ১৪টি। অংশগ্রহণকারী দল : ১৬টি। মোট ম্যাচ : ৩২টি। চ্যাম্পিয়ন : আর্জেন্টিনা (১৬ বার)। রানার্স আপ : কলম্বিয়া। সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল্ডেন বুট) : লাওতারো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা): ৬ গোল। সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল) : হামেস রদ্রিগেজ (কলম্বিয়া)। সেরা গোলরক্ষক (গোল্ডেন গ্লাভস) : এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা)। ফাইনাল সেরা : ডি মারিয়া (আর্জেন্টিনা)। টুর্নামেন্ট সেরা : এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা)। ফেয়ার প্লে ট্রফি : কলম্বিয়া।

কার কত শিরোপা › আর্জেন্টিনা ১৬ • উরুগুয়ে ১৫ • ব্রাজিল ৯ • প্যারাগুয়ে ২ • চিলি ২ • পেরু ২ • কলম্বিয়া ১ • বলিভিয়া ১।

রোল অব অনার (১৯৯৯-২০২৪)

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
২০২৪	আর্জেন্টিনা	কলম্বিয়া
২০২১	আর্জেন্টিনা	ব্রাজিল
২০১৯	ব্রাজিল	পেরু
২০১৬	চিলি	আর্জেন্টিনা
২০১৫	চিলি	আর্জেন্টিনা
২০১১	উরুগুয়ে	প্যারাগুয়ে
২০০৭	ব্রাজিল	আর্জেন্টিনা
২০০৪	ব্রাজিল	আর্জেন্টিনা
২০০১	কলম্বিয়া	মেক্সিকো
১৯৯৯	ব্রাজিল	উরুগুয়ে

যত কীর্তি

♦ **এককভাবে শীর্ষে :** কোপা আমেরিকায় এটি আর্জেন্টিনার ১৬তম ট্রফি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে। ৯ বার শিরোপা জিতে ব্রাজিল। স্পেনের পর ফুটবল 'ট্রিপল' জিতেছে আর্জেন্টিনা। ২০২১ ও ২০২৪ কোপা এবং ২০২২ সালে মেসিরা জিতেছে বিশ্বকাপ। স্পেন ২০০৮ ও ২০১২ সালে ইউরো, মাঝে বিশ্বকাপ জিতে।

♦ **শিরোপায় সেরা :** ইতিহাসের প্রথম এবং একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ব্যালন ডি'অর, গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বলসহ ৫টি ভিন্ন ট্রফি জিতেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষিক্ত মেসি ২০২১ সালে কোপা আমেরিকার ট্রফি জিতে আকাশি-নীল জার্সিতে সাফল্যের বন্ধ্যত্ব দূর করেন। জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে রেকর্ড ৪৫তম শিরোপা জিতেন লিওনেল মেসি। শিরোপায় বার্সেলোনার সাবেক সতীর্থ ব্রাজিলিয়ান দানি আলভেজকে পেছনে ফেললেন তিনি।

♦ **স্কালোনির চতুর্থ :** লিওনেল স্কালোনি কোচ হওয়ার পর চারটি ফাইনাল খেলে প্রতিবার শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। এর আগে আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে ২০২১ সালের কোপা আমেরিকা, ২০২২ সালে ফিনালিসিমা ও ২০২২ সালের বিশ্বকাপও জিতেন স্কালোনি।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪

আয়োজন : ১৭তম। আয়োজক : Union of European Football Associations (UEFA)। সময়কাল : ১৫ জুন-১৫ জুলাই ২০২৪। স্বাগতিক : জার্মানি। ভেন্যু : ১০টি। অংশগ্রহণকারী দল : ২৪ টি। মোট ম্যাচ : ৫১টি। চ্যাম্পিয়ন : স্পেন (চতুর্থবার)। রানার্স আপ : ইংল্যান্ড। সেরা খেলোয়াড় : রদ্রিগো (স্পেন)। সেরা তরুণ খেলোয়াড় : লামিনে ইয়ামাল (স্পেন)। ফাইনাল সেরা : নিকো (স্পেন)। গোলদাতা (গোল্ডেন বুট) : ৬ জন— হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড), দানি ওলমো (স্পেন), কডি গাকপো (নেদারল্যান্ডস), জামাল মুসিয়ালা (জার্মানি), জর্জেস মিকাউতাদজে (জর্জিয়া)ও ইভান শ্রানজ (স্লোভাকিয়া)। সেরা গোলরক্ষক : মাইগনান (ফ্রান্স)।

সবচেয়ে সফল দল › স্পেন-৪ • জার্মানি-৩ • ফ্রান্স-২ • ইতালি-২ ♦ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ চার শিরোপা এখন স্পেনের। তিনটি ট্রফি জিতে তাদের পরের অবস্থান জার্মানির।

ইউরোর সেরা একাদশ › ইউরো ২০২৪-এর সেরা একাদশ ঘোষণা করে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (UEFA)। সেরা একাদশ— মাইক মাইগনান (ফ্রান্স), কাইল ওয়াকার (ইংল্যান্ড), উইলিয়াম সালিবা (ফ্রান্স), মানুয়েল আকাঞ্জি (সুইজারল্যান্ড), মার্ক কুকুরেয়া (স্পেন), রদ্রি (স্পেন), দানি ওলমো (স্পেন), ফাবিয়ান রুইস (স্পেন), লামিনে ইয়ামাল (স্পেন), জামাল মুসিয়ালা (জার্মানি) ও নিকো উইলিয়ামস (স্পেন)।

ইউক্রেনই একমাত্র পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়েও পরমাণু কর্মসূচি ত্যাগ করে

www.boimate.com
CamScanner

খেলাধুলা

নারী টি-২০ এশিয়া কাপ

আয়োজন : নবম | আয়োজক : Asian Cricket Council (ACC) | সময়কাল : ১৯-২৮ জুলাই ২০২৪ | স্বাগতিক : শ্রীলংকা | ভেন্যু : রণগিরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ডাম্বুলা | অংশগ্রহণকারী দল : ৮টি— বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। মোট ম্যাচ : ১৫টি | ফরম্যাট : রাউন্ড রবিন ও নকআউট।

দেশের প্রথম জেসি : সাথিরা জাকির জেসির হাত ধরে বেশ কিছু 'প্রথম' দেখেছে বাংলাদেশের আম্পায়ারিং জগৎ। এবার তার হাত ধরে ১৯ জুলাই ২০২৪ শ্রীলংকায় শুরু হওয়া নারী এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম নারী আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাথিরা জাকির জেসি।

AHF কাপ হকি

- সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়ান হকি ফেডারেশনের (AHF) টুর্নামেন্টে জয় লাভ করে বাংলাদেশ দল। ১১ দলের ছেলেদের বিভাগে মোট ৬টি ম্যাচ খেলে অপরাজিত ছিল দলটি। এ টুর্নামেন্ট থেকে আগামী জুনিয়র এশিয়া কাপের টিকিট পায় বাংলাদেশ।
- মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া চায়নিজ তাইপের কাছে ৩-০ গোলে হেরে রানার্স আপ হয় বাংলাদেশ নারী দল। প্রথমবারের মতো আগামী জুনিয়র এশিয়া কাপের টুর্নামেন্টের টিকিট পায় বাংলাদেশের মেয়েরাও।

কানাডা টি-২০ লিগে ৪ বাংলাদেশি

২৫ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত কানাডার ব্র্যাম্পটনের মাঠে শুরু হয় গ্লোবাল টি-২০ লিগ টুর্নামেন্টের চতুর্থ আসর। এ টি-২০ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ থেকে ৪ জন ক্রিকেটার অংশ নেয়। তারা হলেন— সাকিব আল হাসান, শরিফুল ইসলাম, রিশাদ হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। সাকিব আল হাসান ও শরিফুল ইসলাম খেলেন বাংলা টাইগার্স মিসিসাগায় দলে। আর মন্ট্রিয়ল টাইগার্স দলে সাইফউদ্দিন, এবং টরেন্টো ন্যাশনাল্স ফ্র্যাঞ্চাইজিতে লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।

শেখ কামাল ক্রীড়া পুরস্কার

ক্যাটাগরি	বিজয়ী
খেলোয়াড় (শুটিং)	শাকিল আহমেদ
খেলোয়াড় (ভারোত্তোলন)	ফিরোজা পারভীন
খেলোয়াড় (সাঁতার)	মাহফিজুর রহমান
সংগঠক	মাহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম ও আতিকুল হাবিব
উদীয়মান খেলোয়াড় (ক্রিকেট)	তাওহিদ হৃদয়
উদীয়মান খেলোয়াড় (স্প্রিন্টার)	জহির রায়হান
সাংবাদিক	দিলু খন্দকার/আলী আব্বাস
আজীবন সম্মাননা	তানভীর মাজহারুল ইসলাম তান্না
ক্রীড়া ফেডারেশন	বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
ধারাভাষ্যকার	কুমার কল্যাণ।
পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান	হামিদ গ্রুপ

অলিম্পিকে পাঁচ বাংলাদেশি

রবিউল ইসলাম

সাগর ইসলাম

সোনিয়া খাতুন

ইমরানুর রহমান

সামিউল ইসলাম

২৬ জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া ৩৩তম প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের ৫ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। প্যারিসে সরাসরি খেলবেন শুধু আর্চার সাগর ইসলাম। ওয়াইল্ড কার্ডে সুযোগ পান বাকি ৪ জন— শুটার রবিউল ইসলাম, দেশের দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান, দুই সাঁতারু সামিউল ইসলাম ও সোনিয়া আক্তার। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ ৭ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। ২০২১ টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেয় ৬ জন।

উইম্বলডনের রাজা-রানি

আয়োজন : ১৩৭তম | সময়কাল : ১-১৪ জুলাই ২০২৪ | স্বাগতিক : Wimbledon, London | ভেন্যু : All England Lawn Tennis and Croquet Club | চ্যাম্পিয়ন : পুরুষ একক-কার্লোস আলকারাজ (স্পেন) ও নারী একক- বারবোরা ক্রেইচিকোভা (চেক প্রজাতন্ত্র)।

ইউরোপের সবচেয়ে বৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র জাপোরিঝিয়া ইউক্রেনে অবস্থিত

www.boimate.com
CamScanner

১৭ বলে ১ রানের বিশ্বরেকর্ড

১২ জুন ২০২৪ নামিবিয়ার অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস

অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম রান করতে ১৭ বল খেলেন। এটি টি-২০ এর বিশ্বরেকর্ড। এর আগে ২০০৭ সালে চার জাতির টি-২০ সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে কেনিয়ার তন্ময় প্রথম রান করতে ১৬ বল খেলেন। সেই টি-২০ সিরিজে কেনিয়া, পাকিস্তান ছাড়াও খেলেছিল বাংলাদেশ ও উগান্ডা।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশ

১-২৯ জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপে ২০টি দল খেলে। এর মধ্যে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ গঠন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (ICC)। ICC'র পক্ষে বিশ্বকাপের সেরা একাদশ গঠনের দায়িত্বে ছিলেন দুই ধারাভাষ্যকার ভারতের হার্শা ভোগলে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইয়ান বিশপ, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রডকাস্টার কাস নাইডু এবং ICC'র ক্রিকেটবিষয়ক মহাব্যবস্থাপক ওয়াসিম খান।

২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের দল : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), নিকোলাস পুরান, সূর্যকুমার যাদব, মার্কাস স্টয়নিস, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, রশিদ খান, জাসপ্রীত বুমরাহ, আর্শদীপ সিং, ফজলহক ফারুকি। দ্বাদশ খেলোয়াড়, আনরিখ নর্কিয়া।

অভিষেকে সেরা বোলিং

২২ জুলাই ২০২৪ স্কটল্যান্ডের পেসার চার্লি কাসেল ওয়ানডে অভিষেকে ডুডিতে ওমানের বিপক্ষে ২১ রানে ৭ উইকেট নিয়ে সেরা বোলিংয়ের নতুন রেকর্ড গড়েন। কাসেল ভাঙলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদার রেকর্ড। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৬ রানে ৬ উইকেট নেন প্রোটিয়া এ ফাস্ট বোলার। রাবাদা ছাড়া এর আগে অভিষেকে ৬ উইকেট নেওয়ার কীর্তি রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিডেল এডওয়ার্ডসের।

জেমস অ্যান্ডারসনের বিদায়

ম্যাচ : ১৮৮ ‖ উইকেট : ৭০৪ ‖ ওভার : ৬৬৭২.৫ ‖ বল : ৪০,০৩৭ ‖ বোলিং গড় : ২৬.৪৫ ‖ ইকোনমি রেট : ২.৭৯ ‖ ইনিংস-সেরা বোলিং : ৭/৪২ ‖ ম্যাচসেরা বোলিং : ১১/৭১ ‖ এক ইনিংসে ৫ উইকেট : ৩২ বার ‖ এক ম্যাচে ১০ উইকেট : ৩ বার ‖ ক্যারিয়ার : ২১ বছর ৫১ দিন।

অভিষেক : ২২-২৪ মে ২০০৩
প্রতিপক্ষ : জিম্বাবুয়ে, ভেন্যু : লর্ডস
শেষ টেস্ট : ১০-১৪ জুলাই ২০২৪
প্রতিপক্ষ : ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, লর্ডস।

– টেস্টে পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বল করাদের তালিকায় শীর্ষে ♦ ফিল্ডারদের সহায়তায় পাওয়া সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেটশিকারি বোলার ♦ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট খেলা ক্রিকেটার [সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন শচীন টেন্ডুলকার (২০০)] ♦ টেস্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি (৭০৪)। লর্ডসে তার টেস্ট উইকেট সংখ্যা (১২৩), যা কোনো বোলারের এক মাঠে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট শিকার।

■ ভারতের নতুন কোচ গম্ভীর

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পান দেশটির সাবেক ব্যাটার গৌতম গম্ভীর। বার্বাডোজে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হন গম্ভীর। ৯ জুলাই ২০২৪ এক বিবৃতিতে গম্ভীরকে কোচ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI)। গম্ভীর তিন সংস্করণে ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। খেলোয়াড়ি জীবনে ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপ ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা গম্ভীর কলকাতার হয়ে ২০১২ ও ২০১৪ Indian Premier League (IPL) জিতেন অধিনায়ক হিসেবে।

■ ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত

২০২৪ সালের অলিম্পিক আসরে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর আগেও ২০২১ সালে ভারত জানায় ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় তারা।

■ প্রথম ভারতীয় 'নাম্বার ওয়ান'

ক্যারিয়ার এর প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-২০ ফরম্যাটে অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ৪ জুলাই ২০২৪ বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা ICC তাদের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করে। সেই হালনাগাদে ২২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুই ধাপ উন্নতি করে শ্রীলংকান অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার সঙ্গে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক টি-২০ ফরম্যাটের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন তিনি।

■ মেয়েদের টেস্টে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি

২৮ জুন ২০২৪ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা মেয়েদের টেস্ট শুরু হয়। সেখানে প্রথমদিনেই চার উইকেটে ৫২৫ রান তুলে ভারত। ১৯৪ বলে ডাবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ভারতের শেফালি ভার্মা। শেফালি মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন তার দখলে। ভেঙে দিলেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের রেকর্ড। সাদারল্যান্ড ২৪৮ বলে ২০৫ রান করেন। ২৩টি চার এবং আটটি ছক্কা মারেন। মাত্র নয় রানের জন্য ভাঙতে পারেননি মিতালি রাজের ২১৪ রানের রেকর্ড। এছাড়া ভারতের হয়ে ওপেনিং করেন শেফালি ও স্মৃতি মান্ধানা। দু'জন মিলে ২৯২ রানের জুটি গড়েন। মেয়েদের টেস্টে এর আগে ওপেনিং জুটিতে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের। কিরণ বালুচ ও সাজিদা শাহ ২৪১ রানের জুটি গড়েন।

www.boimate.com
CamScanner

Digital Banking Era in Bangladesh

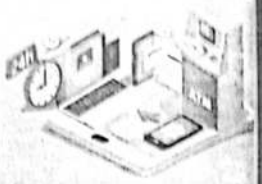

Digital banking features high levels of process automation and web-based services and may include AI's that enable cross-institutional service composition to deliver banking products and transactions. Users can access financial data through desktop, mobile and ATM services. A digital bank represents a virtual banking process that includes online banking, mobile banking, and more. As an end to end platform, digital banking must encompass the front end that consumers interact with, the back end that bankers manage through servers and admin control panels, and the middleware that connects these components.

History

The earliest forms of digital banking date back to the advent of ATMs and cards in the 1960s. The first ATM was opened in London in 1967 and Switzerland received its first ATMs the same year. As the internet emerged in the 1980s with early broadband, digital networks began connecting retailers with suppliers and consumers. The Bank of Scotland was the first bank to provide electronic home banking services to its clients in 1985. By the 1990s, the Internet had become widely available, and online banking started becoming the norm. The first website for banking services was launched by Stanford Credit Union in 1994 and is a milestone in the history of digital banking. The improvement of broadband and e-commerce systems in the early 2000s led to what resembles the modern digital banking world today. The proliferation of smart phones through the next decade opened the door for transactions on the go beyond ATM machines. Over 60% of consumers now use their smart phones as their preferred method for digital banking. There is a demand for end to end consistency and for services optimized for convenience and user experience. The market provides cross-platform front ends, enabling purchase decisions based on available technology such as mobile devices, desktops, or Smart TVs at home. To meet consumer demands, banks need to focus on improving digital technology that provides agility, scalability, and efficiency.

Benefits of Digital Bank

- Customers can access their accounts and perform transactions anytime, anywhere.
- Easy to use mobile apps and websites for managing finances.
- Digital banks often have lower operational costs, leading to lower fees for customers.
- Savings from not maintaining physical branches are passed on to customers.
- Use of AI and big data for personalized banking experiences.
- Enhanced security features like biometric authentication and encryption.
- Easy access to various investment products and services.
- Intuitive and easy to navigate apps and websites.
- Chatbots and instant messaging support for quick issue resolution.

Drawbacks of Digital Banks

- Lack of physical branches means no face to face interaction with bank staff.
- Difficulties in depositing or withdrawing cash.
- Potential for technical issues or server downtimes affecting accessibility.
- Higher risk of cyberattacks, phishing, and fraud.
- Concerns over the handling and storage of personal data.
- Complicated financial needs or large transactions may be harder to handle online.
- Some customers may feel less secure trusting a bank without physical presence.
- Compliance with various regulations can be more complex for purely digital entities.

By weighing these benefits and drawbacks, individuals and businesses can determine if digital banking aligns with their needs and preferences.

পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান An-255 Mariya ইউক্রেনে তৈরি হয়

Differences Between Digital Banking and Conventional Banking

The difference between digital and conventional banks lies primarily in their business operations. Here are other key differences:

- Digital banks offer 24/7 access via digital platforms, such as banking apps and websites, while conventional banks have limited operating hours, restricting customer access outside office hours.
- Conventional banks have physical infrastructure like branch offices, ATM machines, and customer service centers. Digital banks focus on digital infrastructure, offering fully online services. Customers can make transactions, transfer funds, and manage accounts without needing to visit a physical office.
- Digital banks tend to offer a faster and easier account opening process, utilizing sophisticated technology like biometric identity verification or video calls. Conventional banks may require physical documents and take longer to verify identities.
- Digital banks often offer lower service fees or no monthly fees and more competitive interest rates for savings and loan products. Conventional banks typically have higher service fees and lower interest rates.
- Digital banks generally collaborate with fintech companies to provide innovative services and are quicker to adopt technologies such as artificial intelligence, machine learning, and blockchain. Conventional banks, due to older structures, may face challenges adapting to these changes and often maintain traditional systems requiring physical proof for transactions.
- Digital banks often have advanced encryption technology for security, while conventional banks also invest significantly in data security.

Bangladesh in Digital Bank Era

The dream of creating a cashless economy has progressed with the formulation of the 'Guidelines to Establish Digital Bank' by Bangladesh Bank. This aims to guide the opening of digital banks within the country's financial system. The increasing adoption of Mobile Financial Services (MFS) and internet banking services indicates the potential success of digital banks. Bangladesh Bank has set guidelines that require a minimum capital of BDT 125 crore for a digital bank, compared to BDT 500 crore for conventional banks. An individual sponsor of a digital bank must hold at least BDT 50 lakhs in shares. Digital banks can use agents of traditional banks or MFS providers and existing ATM, CDM, and CRM networks to facilitate transactions. They can offer innovative payment solutions such as virtual cards. Automated AI-driven dispute resolution mechanisms will resolve transaction disputes, and AI-based credit scoring systems will extend loans to various sectors.

Nagad Digital Bank PLC

3 June 2024 Bangladesh Bank granted the final license to Nagad Digital Bank PLC, allowing it to commence operations as the country's first fullfledged digital bank. On October 24, 2023, the central bank issued letters of intent to Nagad and Kori Digital Bank Plc for digital bank licenses. Only Nagad met all conditions within the stipulated time, leading to its receipt of the first digital bank license. Initially, around 500 companies submitted 52 applications for a digital bank license, but based on technical capabilities and other considerations, only Nagad and Kori Digital Bank Plc were granted letters of intent.

The concept of an all digital cash economy is no longer just a futuristic dream but it is still unlikely to out date physical cash in the near future. Digital banking has gained popularity due to its convenience and utility. It offers significant benefits over traditional and online banking. With digital banking, customers can manage their finances from anywhere, enjoy robust encryption and multi-factor authentication for security, and save on fees and interest rates. Digital banking can enhance customer loyalty and eliminate human error, making cashless transactions more convenient. As digital banking continues to evolve, it will play a crucial role in financial inclusion and economic growth.

কমলা বিপ্লব (Orange Revolution) সংঘটিত হয় ইউক্রেনে; ২২ নভেম্বর ২০০৪–২৩ জানুয়ারি ২০০৫

www.boimate.com
CamScanner